॥ প্রকাশক ॥
শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি এম-এ (ইংরাজী ও বাংলা), এলএল-বি
'দিনান্তিকা'
ডাকঘর—সাঁতরাগাছি; জেলা—হাওড়া

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট লিঃ)
২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশকের নিবেদন

'মণি-মঞ্জুষা গ্রন্থাবলী'র প্রথম গ্রন্থরূপে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'কাব্য-চয়নিকা' প্রকাশিত হল। এর কবিতাগুলি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়। তবে যে কবিতা কয়েকটি 'পরিশিষ্টে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলি সংযোজিত করেছি আমি নিজেই।

'মণি-মঞ্জুষা গ্রন্থাবলী' প্রকাশের উদ্দেশ্যটা কি, তা এখানে জানান আবশ্যক, মনে করি। 'scholarly edition' প্রকাশ 'মণি-মঞ্জুষা গ্রন্থাবলী'র উদ্দেশ্য নয়। সঙ্কলন-গ্রন্থ কোন দিনই কোন দেশের বিদ্বান ও বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের প্রয়োজন মিটাতে পারে না—তাঁদের প্রয়োজন সম্পূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণের, যাঁদের সময় ও সাধ্য উভয়ই পরিমিত, সঙ্কলন-গ্রন্থ বিশেষ কাজে লাগে। 'মণি-মঞ্জুষা গ্রন্থাবলী' সেই সাধারণ পাঠকদের জন্য।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত, এম-এ মহাশয়ের নিকট বিশেষ ঋণী। তাঁর সহায়তা সংগ্রহ করতে না পারলে এ পরিকল্পনা কিছুতেই রূপায়িত হতে পারত না। অধুনা প্রায়-অলভ্য কাব্যগ্রন্থগুলিকে বহু আয়াসে সংগ্রহ করে তিনি গ্রন্থখানির কপি তৈরী করেছেন, প্রুফ দেখেছেন, শেষ পর্যন্ত বইখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার অভিপ্রায়ে তথ্য-সমৃদ্ধ কবি-পরিচিতিটি লিখে দিতেও আলস্যবোধ করেন নি।

গ্রন্থখানির মনোজ্ঞ প্রচ্ছদখানি এঁকেছেন উদীয়মান শিল্পী শ্রীপীযূষকান্তি রায়। মুদ্রণের ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং-র কর্তৃপক্ষ—মাননীয় শ্রীযুক্ত মতিলাল বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস মহাশয়গণ—ও কর্মীবৃন্দ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা ও সহানুভূতির দ্বারা ধন্য করেছেন। প্রকাশনার ব্যাপারে বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়ের কর্মী আমার বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীমনোরঞ্জন রায় তার কর্তব্য-বহির্ভূত নানা কাজের ভার না নিলে আমায় বহু চিন্তা ও শ্রমভারে পীড়িত হতে হত। আর আমার সাহিত্যানুরাগিণী কন্যাগণ—বিজয়লক্ষ্মী, দীপলক্ষ্মী ও কাব্যলক্ষ্মী—এ বিষয়ে আমায় সতত উৎসাহিত না করলে এ গ্রন্থ সম্ভবতঃ অপ্রকাশিতই থেকে যেত। বইটির সুষ্ঠু অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জন্য প্রধানতঃ তাদেরই শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধ দায়ী।

*

সূচী

গোলাপ-গুচ্ছ

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা

পরিশিষ্ট

কবি-পরিচিতি

আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান উত্তর প্রদেশের গাজিপুরে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেবেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের দুই বৎসর পরে অক্ষয়-কুমার বড়ালের এবং তিন বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। দেবেন্দ্রনাথের জন্ম-বৎসরে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর জন্ম হয়। ভারতের অন্যতম জাতীয় অভ্যুত্থান 'সিপাহী বিদ্রোহ' দেবেন্দ্রনাথের জন্ম সময়েই সূচিত হয়। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের জন্ম-সময় একটি যুগান্তরকারী ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়।

দেবেন্দ্রনাথের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন পাঁচটি নাবালক পুত্র ও তিনটি কন্যা সন্তান রাখিয়া অকালে পরলোকগত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কিছুদিন পূর্বে বিবাহিত হন। হালিশহর-নিবাসী মুন্সেফ মথুরামোহন গুপ্তের প্রথম কন্যা দেবেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী। দেবেন্দ্রনাথের এই স্ত্রী অকালে মৃত্যুমুখে পতিতা হইলে কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহিত হন।

এইরূপে প্রথমে পিতার, পরে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ দারুণ দুরবস্থায় পতিত হন। তখন বাধ্য হইয়া তিনি শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সংসারের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন। ইহার পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল একাদশ। ইহার পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'শিক্ষক হিসাবে' ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'Private Student' হিসাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল ষষ্ঠ। এই বৎসর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ সেনও (M. A. LLB. Justice Allahabad High Court) এম-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের সঙ্গে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সুপ্রসিদ্ধ স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু মহাশয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এলএল-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাই দেবেন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবনের ইতিহাস। এলাহাবাদ

হাইকোর্টে কয়েক বৎসর বৃথা কালক্ষেপ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, আদালত তাঁহার স্থান নহে। তিনি জীবনের প্রারম্ভ হইতে শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য এই বৃত্তির প্রতি অনুরাগ বশতঃ একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হন। কলিকাতায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে একটি আদর্শ হিন্দুছাত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নানা কারণে তিনি ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র ভবতারণ সরকার মহাশয় ইহার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে এই স্কুলের লভ্যাংশহিসাবে তাঁহার প্রাপ্য কিঞ্চিৎ অর্থ হস্তগত হয়। সেই অর্থদ্বারা সপ্তাহকাল মধ্যে নির্বিচারে এগারোখানি কবিতার বই একই সময়ে প্রকাশ করেন। জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্যে জীবনযাপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেরাদুন শহরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

কাব্য-পরিচিতি

মধুসূদন দত্ত তাঁর লোকোত্তর প্রতিভাবলে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের এক প্লাবন এনেছিলেন। এক উপন্যাস ছাড়া সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ সেকালে ছিল না, যাতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর অনুপস্থিত। নাটক-প্রহসন থেকে সুরু করে মহাকাব্য-গীতিকাব্য এমন কি সনেট পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিভার স্বর্ণ-স্পর্শ লাভ করেছিল। তাঁর অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মত যুগন্ধর কোন কবি-পুরুষের আবির্ভাব হয় নি সত্য, কিন্তু ঐ কালে আমরা এমন কয়েকজন সাহিত্য-সাধকের সাক্ষাৎ পাই, যাঁদের সাহিত্য-কৃতি এককভাবে না হোক, সমষ্টিগতভাবে অন্ততঃ মধুসূদন-সৃষ্ট বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা অনুসরণ করেছিলেন গীতি-কাব্যের ধারাটিকে, তাঁরা হচ্ছেন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। আর যাঁরা চেষ্টিত হয়েছিলেন মহাকাব্যের ধারাটিকে প্রবহমান রাখতে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, হেম-নবীনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের এই ধারাটির বিলুপ্তি ঘটেছে। উত্তরকালের বঙ্গবাণীর সেবকগণ হয়ত বুঝেছিলেন, 'মেঘনাদ-বধ-কাব্য' সৃষ্টির একটা ব্যতিক্রম মাত্র এবং বাঙালী প্রতিভা কোন ক্রমেই মহাকাব্য-অনুশীলনের উপযোগী নয়। হেম-নবীনের যথেষ্ট খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, এই জন্যই বোধ হয়, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল আপনাদের কাব্য-জীবন সুরু করেছিলেন অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে। মহাকাব্যের পথে তাঁদের অগ্রসর না হবার আরও একটা হেতু সম্ভবতঃ এই যে, বাংলা কাব্যের অনন্ত সম্ভাবনা যে গীতি-কাব্যের মধ্যেই নিহিত, ইতিমধ্যে রবি-কবির উদয়ে তা সুনিশ্চিতভাবেই অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

বাংলা গীতি-কাব্যের ঐতিহ্য অল্পদিনের নয়। বাংলা ভাষা যত দিনের, বাংলা গীতি-কাব্যও তত দিনের। এ ভাষার গোড়া-পত্তনই হয়েছিল গীতি-কাব্যকে আশ্রয় করে। 'চর্য্যাপদে' গীতি-কাব্যের সমস্ত লক্ষণই যে বর্তমান, একথা অনস্বীকার্য্য। তারপর বৈষ্ণব কবিগণ-রচিত 'পদাবলী-সাহিত্যে' এসে

বাংলা গীতি-কাব্য তার চরমোৎকর্ষ লাভ করল। কিন্তু এই সাহিত্যে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনার কোন ছবি বিশেষ একটা প্রতিবিম্বিত হয় নি। সেখানে আমরা নর-নারী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে অভিব্যক্তি দেখি, তা আদৌ এক একটা রূপক মাত্র। কৃষ্ণ-প্রেমে-বিগলিত ভক্তের হৃদয়াকূতিকে প্রকাশ করবার জন্যই পদাবলীকারগণ অবলম্বন করেছিলেন ঐসব রূপককে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কাব্য রূপাশ্রয়ী নয়, সংস্কৃত কাব্যের মত রসাশ্রয়ী। যে-কাব্যের সংজ্ঞা হচ্ছে 'criticism of life' * 'পদাবলী-সাহিত্য'কে তার অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন হবে। 'পদাবলী-সাহিত্যে'র পর থেকে প্রাক্-মধুসূদন যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গীতি-কাব্যের উৎপাদন অপ্রচুর না হলেও 'great poetry'ত দূরের কথা 'good poetry'-র নাম বাচ্য উৎকৃষ্ট রচনা এর মধ্য থেকে খুঁজে বার করা সহজ হবে না। এই কালে উৎপন্ন বাংলা সাহিত্যের মূল্য 'historic estimate'-এর * দিক থেকে যতটা, 'real estimate'-এর * দিক থেকে ততটা নয়। কেননা 'the historical critic approaches literature as the manifestation of an evolutionary process in which all the phases are of equal value.'* বাংলা সাহিত্যের এই যুগটাকে যদি 'period of decadence' অভিধা দেওয়া যায়, তাহলে খুব বেশী একটা অন্যায় হবে বলে মনে হয় না। এর পর সার্থক গীতি-কাব্য হিসাবে যাঁর রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি হচ্ছেন মধুসূদন দত্ত। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল মূলতঃ 'epic'-প্রতিভা, কাব্যাদর্শও ছিল 'epic'-আদর্শ। ফলে বাংলা 'lyric' তাঁর হাতে পারল না যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা লাভ করতে। অবশেষে এসে পৌছালাম যখন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারে, তখনি পেলাম প্রকৃত গীতি-কবির সাক্ষাৎ। কিন্তু এঁরাও যে সর্বতোভাবে 'epic'-মোহমুক্ত ছিলেন, তাও বলা যায় না। এঁদের কাব্যের দীর্ঘাকৃতি, সর্গ-বিভাগ ইত্যাদি এঁদের 'epic'-অনুরাগকেই সু-প্রমাণিত করে। এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম এই জন্য যে, দেবেন্দ্রনাথ সেনকে বুঝতে হলে তাঁর অব্যবহিত-পূর্বে-অতিক্রান্ত যুগের সাহিত্য-কীর্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবধান প্রয়োজন। বস্তুতঃ কোন যুগের কোন সাহিত্য-কর্মই সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-পর নিরপেক্ষ নয়।

---

* Matthew Arnold: Essays in Criticism, Second Series, The Study of Poetry.

* John Middleton Murry: Aspects of Literature, The Function of Criticism.

বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই গীতি-কাব্যকার হলেও, এঁদের কবি-ধর্মে একটা মৌল পার্থক্য রয়েছে। বিহারীলাল করেছেন ভাবের অনুধ্যান, আর সুরেন্দ্রনাথ করেছেন বস্তুর উপাসনা। বিহারীলালের কাব্যে ভাবের প্রাধান্য, আর সুরেন্দ্রনাথ দিয়েছেন বস্তুকে গুরুত্ব। পরবর্তীকালের দুই কবি—দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল—এঁদের এক এক জনের অনুগামী হলেন। বিহারীলালের অনুসরণে অক্ষয়কুমার করলেন ভাব ও মন্ময়তার সাধনা, আর সুরেন্দ্রনাথের উত্তর সাধক হয়ে দেবেন্দ্রনাথ করলেন রূপ-সৌন্দর্য্যের পূজারতি। তবে সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ অনুগামী হলেও দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের প্রভাবকে একেবারে এড়াতে পারেন নি। 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' শুধু নামের দিক থেকে নয়, সুর-ঝঙ্কারেও 'ব্রজাঙ্গনার' অনুবর্তিনী।

দেবেন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের স্বরূপটা বুঝতে কিন্তু আমাদের কষ্ট হয় না। নিজের কাব্যের মাধ্যমে তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে গেছেন। 'প্রকৃতি', 'কল্পনার প্রতি কবির উক্তি' প্রভৃতি কবিতাকে তাঁর কবি-জীবনের একটা 'confession' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমটিতে তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি রূপের পূজারী। আর দ্বিতীয়টি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর কবি-কল্পনা মন্থরগামিনী নয়, বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতি। এই দ্বিবিধ গুণের সমাবেশে তাঁর কাব্য এক দিকে যেমন রূপ ও সৌন্দর্য্যের পূজারতি, অপরদিকে তেমনি বাধা-বন্ধহীন কল্পনার লীলা-বিলাসও বটে।

কিন্তু একটা কারণে আমি দেবেন্দ্রনাথের জন্য বাংলা সাহিত্যে একটু স্বতন্ত্র আসন দাবী করি। এই কারণটা কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্য-প্রীতি বা কল্পনার বিদ্যুৎগতি নয়। তার উৎস অন্যত্র। দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম এতদিনের ভাব-লোক-বাসিনী বঙ্গ-কবিতা-সুন্দরীকে মেদিনীর এই পরুষ-কঠিন বেদীতে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন। যে সু দুর্লভ দুঃসাহসিকতা ভারতচন্দ্রে অবৈধ প্রেমের সম্ভোগলীলা-বর্ণনে অপচয়িত হয়েছিল, তাই-ই প্রেরিত করেছিল দেবেন্দ্রনাথকে বাঙালীর শান্ত-মধুর দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের এমন কয়েকটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল চিত্র আঁকতে, যার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই আমরা সেই সাহিত্যের সাক্ষাৎ পাই, যার সংজ্ঞা হচ্ছে 'criticism of life'। বাংলা কাব্যে 'romanticism'-এর প্রথম উদগাতা তিনিই। কিন্তু তাহলে কি হয়, তাঁর কাব্যের 'style'-টি কিন্তু 'classical'-ধর্মী। 'দেবেন্দ্রের চিত্তনন্দনের সুন্দরী কবিতা বধূ' 'তন্বী' হলেও ঈষৎ 'অলসগমনা'।

দেবেন্দ্রনাথের যে সৌন্দর্য্য-পূজার কথা, তাঁর কবি-ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছি, তাকে কিন্তু ইংরেজ কবি Keats-এর 'sensuous apprehension of beauty'-র* সঙ্গে সমগোত্রীয় করে দেখা সমীচীন হবে না। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-পূজা তাঁর আনন্দময় কবি-প্রাণের সহজ-সরল প্রকাশ। তাতে নেই বেদনার রক্তিম রেখা। কিন্তু Keats-এর সৌন্দর্য্য-প্রেম তাঁর জীবনের ব্যথা-বেদনার রক্তরাগে রঞ্জিত। তাতে রয়েছে তাঁর তরুণ প্রাণের মর্মরিত হাহাকার। দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনাই সাহিত্যে এনে দেয় অসীমের আভাস। তাই Keats-এর কাব্য অনন্ত-অসীমের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কাব্য পারল না সে ঊর্দ্ধলোকে পৌছাতে। দেবেন্দ্রনাথ জীবনটাকে দেখেছিলেন সত্য, কিন্তু এই জীবনটাকে ঘিরে রয়েছে যে একটা মহাশূন্যতার, মহাঅজানার রহস্যময় পটভূমি, ততদূর পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যায় নি। তাই তাঁর দৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টি নয়, তা সীমিত, খণ্ডিত।

দেবেন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাই প্রেম ও প্রীতির কবিতা। বলা বাহুল্য, এ প্রেম, এ প্রীতি পাশ্চাত্য 'courtship' নয়। এ প্রেম হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের দাম্পত্য-প্রেম—বিবাহিত পত্নীর প্রতি, রূপমুগ্ধ নয়, গুণমুগ্ধ স্বামীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-নিবেদন। বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘরণীর বেশে যে স্নেহ-সেবা-পরায়ণা, ত্যাগে ও তিতিক্ষায় আত্মবিস্মৃতা নারী-প্রতিমা এই সেদিন পর্য্যন্তও নিত্য-বিরাজমানা ছিল এবং যা এখনো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় নি, বিগত যুগের কবিকুলকে তা শুধু মুগ্ধই করে নি, শ্রদ্ধা-বিনম্রও করে তুলেছিল। এই পত্নী-পূজা বাঙালী কবিদের যেন একটা অত্যাজ্য 'tradition'। সম-সাময়িক অক্ষয়কুমার ত বটেনই, পরবর্তীকালের প্রায় প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবিই—যে যার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী—এই নারী-দেবতার বন্দনা-গান গেয়ে যেন দায়মুক্ত হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিণত বয়সের প্রায় সমুদয় উৎকৃষ্ট রচনাই এই পত্নী-পূজার অর্ঘ্য। এ প্রেম দেহজ ও দেহগত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাহলে কি হয়, এর মধ্যে সমগ্র নারীজাতির প্রতি যে একটা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম-বোধ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে ঐ প্রেম আর দেহের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, দেহাতীত একটা মানসিক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

প্রেমের কবিতার ঠিক পরেই দেবেন্দ্রনাথের অন্য যে কবিতাগুলি উল্লেখের দাবী রাখে, সেগুলি হচ্ছে তাঁর প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাবলী। নৈসর্গিক বস্তুর

---

* Sir Arthur Quiller-Couch.

প্রতি তাঁর একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল, বললে যেন সবটুকু বলা হয় না। ঠিক ঠিক বললে বলতে হয়, ওগুলির প্রতি যেন তাঁর একটা বিশেষ পক্ষপাত ছিল। তার প্রমাণ, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির নাম-করণ করেছিলেন তিনি বাংলাদেশের কোন-না-কোন ফুলের নামে।

দেবেন্দ্রনাথের আর একটি স্মরণীয় অবদান, তাঁর সনেটগুলি। একটা পরিতাপের বিষয়, মধুসূদনের প্রবর্তিত অন্যান্য সাহিত্যিক রূপ-কর্মগুলি পরবর্তী কবিদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে অনুশীলিত হলেও সনেটের প্রতি তাঁরা মোটেই আকৃষ্ট হন নি। তাঁদের কেউই লিখে যান নি একটা সনেট। অথচ সনেট যে একটা মূল্যবান সাহিত্যিক রূপ-কর্ম, তা সর্বজন-স্বীকৃত। যাই হোক, দেবেন্দ্রনাথে এসে আমাদের এই আক্ষেপের কারণ আর থাকে না। তিনি আমাদের নিখুঁত, নিটোল, রস-সম্পৃক্ত এমন কয়েকটি সনেট উপহার দিয়ে গেছেন, যা কোন দিন হারিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। জাত-বিচারে দেবেন্দ্রনাথের সনেটগুলি 'romantic'-ধর্মী হলেও একেবারে সম্পূর্ণভাবে যে 'classical' সনেটের প্রভাব বিমুক্ত, তা বলা যায় না।

দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, লিখেও ছিলেন কিছু কিছু কবিতা ইংরেজীতে,—তা সে কবিতার সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক না কেন! কিন্তু ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁকে তাঁর জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাহীন করে তুলতে পারে নি। এই যে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এটা বঙ্গীয় কবি-গণের মধ্যে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় চলে এসেছিল। কিন্তু যা বলছিলাম, হিন্দু-ধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল প্রগাঢ় এবং যখনি তাঁর জীবনে এসেছে কোন আঘাত, তখনি আশ্বাস ও সান্ত্বনার আশায় ছুটে গিয়েছেন তিনি ঐ ধর্ম, ঐ শাস্ত্রের কাছে। ধর্ম-বিষয়ক বহু কবিতাই তিনি লিখেছিলেন এবং যখন সেগুলি প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যের অনুসরণে তাদের নামকরণ করেছিলেন 'হরিমঙ্গল' 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ইত্যাদি। তবে এই শ্রেণীর কবিতা তাঁর প্রেম ও নিসর্গ-চিত্রের মত রসোত্তীর্ণ হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক হলেও রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে নিজেকে প্রায় মুক্ত রাখতে তিনি বহুলাংশে সফলকাম হয়েছিলেন। প্রায় বললাম এই জন্য যে, অন্ততঃ একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যা দেবেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের

সুস্পষ্ট প্রভাব নিঃসংশয়ে সূচিত করে। কবিতাটির নাম 'রাধা'। এটি যে রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার অনুসরণে রচিত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সর্ববিধ অনুকরণের অদৃষ্টে যা ঘটে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হয় নি। যাই হোক্, রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে নিজেকে এরূপ মুক্ত রাখতে পারা খুব একটা তুচ্ছ বস্তু ত নয়ই, বরং বেশ খানিকটা শক্তিমত্তারই পরিচায়ক। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব যে পরবর্ত্তী কালের কবিদের কারও উপর পড়ে নি, তা নয়। অন্ততঃ একজনের নাম করা যেতে পারে, যিনি তাঁর দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইনি হচ্ছেন মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালের কাব্যের 'style'-ত বটেই, এমন কি শব্দসম্ভারও দেবেন্দ্র-কাব্য থেকে প্রচুর পরিমাণে গৃহীত। মোহিতলালের বিখ্যাত 'নারীস্তোত্র' কবিতাটির প্রেরণাস্থল যে দেবেন্দ্রনাথের 'নারী-মঙ্গল', 'দুহিতামঙ্গলশঙ্খ' প্রভৃতি কবিতা, কবিতাগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লেই চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিদের তা বুঝতে সময় লাগবে না। কেবল তফাৎ এই যে, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথে যা ছিল অপেক্ষাকৃত 'crude', মোহিতলালে তা হয়ে উঠেছে পূর্ণ 'refined'। ভাবের দিক থেকে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নেই। তবে মোহিতলালের দেবেন্দ্র-প্রীতির যেটা জাজ্বল্যমান নিদর্শন, সেটা হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থের নাম-করণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের নামে। 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালে বিশ্বের অন্য প্রগতিশীল সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও নানা 'fashion'-এর ঢেউ এসেছে, গিয়েছে। কাব্যের আদর্শ পালটেছে, সেই সঙ্গে বদলেছে পাঠকের রুচিও। ভাষার 'diction' ও 'idiom'-ও অপরিবর্তিত থেকে যায় নি। কিন্তু যে কারণে প্রাচীন ইংরেজ কবি Chaucer-এর কাব্য আজও আধুনিক ইংরেজ পাঠককে আনন্দ-দানে অক্ষম হয় নি, সে কারণটি দেবেন্দ্র-কাব্যেও বর্তমান। অর্থাৎ তাঁর কাব্যের যেটা চিরন্তন আবেদন, সেটা আজও অম্লান হয়ে রয়েছে ঠিক আগেকার মতই। তাঁর কবিতাগুলি—বিশেষ করে তাঁর প্রেম-প্রীতি ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি—চিরযুগের কাব্যামোদী পাঠককে আনন্দ দিতে সক্ষম হবে, এ কথা পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলা যায়।

শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি

অশোক-গুচ্ছ

লাজ-ভাঙান

ঘোমটা খুলিবে না'ক ? থাক তবে বসি।
আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া !
একি ! একি ! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি ?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া, কাঁদিয়া।
আমি দিব ? কাজ নাই—পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড় !) খুলিবে কবরী !
কুন্তলের ফুলদানি, আহা মরি মরি !
চাঁপাগুলি ফিরে পেয়ে, হাসিছে আবার !
এমন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল ?
হাসিছ ? তোমারি কীর্ত্তি ? এ বড় অন্যায় !
তব ওষ্ঠ এত লাল ! পানের বাটায়,
আমা লাগি ভিন্ন পান কে বল আনিল।
"যাও—যাও"—সে কি কথা ? ধরি দুটি কর,
আমিও রাঙিয়া লই আপন অধর !

দাও দাও একটি চুম্বন

দাও, দাও, একটি চুম্বন ;
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের রুচি পাখা,
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন !
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্ব্বস্ব অর্পণ।
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

পশে যবে রবিকর পদ্মের উরসে,
উজল কনক সেই শিশির-পরশে,

লাজ-রক্ত-শতদল প্রাণবৃন্ত টল টল,
সর্ব্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি,
লও, লও, (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া !)
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডূষে শুষিয়া।

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জ্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন !
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
আর এক,—একটি চুম্বন।

তোমার ও ওষ্ঠ দুটি বাসন্তী যামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহার লাগি ?
দাও, দাও একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর
চক্ষু বুজি, মাথা গুঁজি, করিবে শয়ন !
দাও, সখি ! মদির চুম্বন।
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময়, নীরব তাহার ভাষা,
তোমার ও মদির চুম্বন।
কপোত কপোতী-সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে,
থাকে যথা, সেইরূপে পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক কুহরি !

আমি কে?

এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মুরতি মোর হৃদয়েতে রাজে!
পাটল অধরে তার,
চঞ্চল ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—
অতি ক্ষুদ্র বাঙ্গলার কবি।

এক যে কুলীন-কন্যা আছে বাঙ্গলায়,
আশার প্রদীপ ধরি, জীবন কাটায়!
দেহ-মালঞ্চের তার,
অর্ঘ্যপুষ্প ঝ'রে যায়!
হে দেবতা! কোথা তুমি?—আঁকি সেই ছবি-
ক্ষুদ্র আমি, বাঙ্গলার কবি।

এক যে সধবা আছে, কোলে পিঠে যার
শিশু-স্মর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার!
সীমন্ত-সিন্দূরে তার,
চরণ-অলক্ত-রাগে,
ফলাইয়া নবরাগ আঁকি আমি ছবি—
চির-দুঃখী বাঙ্গলার কবি।

এক যে শেফালি আছে, হেরি যার হাস
যৌবন-নিকুঞ্জে মোর চির মধু-মাস!
দাঁড়ায় চটুল দাসী,
শেফালির তলে আসি—
ওরো চক্ষে দেব-হাসি! আঁকি সেই ছবি—
দীন দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।

গ্রামের এ কূলে কূলে, প্রাণের অশ্বত্থ-মূলে,
যত দিন বহিবে জাহ্নবী,

খোকারে লইয়া বুকে,
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে,
বুক পুরি, রঞ্জিব এ ছবি—
ক্ষুদ্র আমি, বাঙ্গলার কবি।

তোমরা সকলে গেলে,
আমারে একেলা ফেলে,
স্বদেশের মায়া ভুলে!—অরণ্য-অটবী
এখনো এ দেশ নয়!
—এখনো জাহ্নবী বয়!
শরতে চাঁদনি হাসে!—আঁকি সেই ছবি—
দীন দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।

ভুল

এ কি নয়নের ভুল!—হইয়ে আকুল,
এলোচুলে, পরি' এক আটপৌরে শাড়ী,
থাক যবে, দুই কাণে দুটি ক্ষুদ্র দুল,
দুই হাতে চারিগাছি চুড়ি বেলোয়ারি,—
এ কি গো আঁখির দোষ! হেন বোধ হয়,
বারাণসী চেলী তব শ্রীঅঙ্গে ঝলকে!
ঝকমকে সিঁতি, কাঞ্চী, কঙ্কণ, বলয়;—
জলন্ত জোনাকি-পাতি ফুটন্ত অশোকে
এ কি নয়নের ভুল! বুঝিবারে নারি,
ফুটন্ত গোলাপ তুমি, অথবা মুকুল!
তুমি কি মহিমময়ী বর্ষীয়সী নারী,
অথবা জনক-গৃহে বালিকা চটুল!
নিশীথে, উজ্জলরূপে, হয় দিবা-ভুল;
দিবসে, শর্ব্বরী ঘোর, এলাইলে চুল!

দুটি কথা

কেহ বলে, পূর্ণশশী প্রিয়ার আনন ;—
সুরভি সুবাস কোথা হিমাংশু-হিয়ায় ?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ বিদ্যুৎ-বরণ ;—
সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ-বিভায় ?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ ফুল্ল কমলিনী ;
ব্রীড়ার বিক্ষেপ হায়, কমলে কোথায় ?
কেহ বলে উষা সম উজ্জ্বল-বরণী ;—
আলাপী চাহনি কোথা গোলাপী উষায় ?
সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা
নাহি জানি ; নাহি জানি বর্ণনার ছটা !
যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব-বড়াই,
অবাক্— ও মুখ হেরে,—সব ভুলে যাই !
এই দুটি কথা আমি বুঝিয়াছি সার —
'চুম্বন-আস্পদ' মুখ প্রিয়ার আমার !

প্রিয়তমার প্রতি

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,—
আধ গ্র্যাস জল যেন নিদাঘের কালে !
চারিধারে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে !
কে যেন গো কাণে কাণে কহিছে সোহাগে—
"আন থালা ; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায় ?"
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে !
বন্দী হ'য়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে,
কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে গুমরে,

মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে,
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে ;—
ছাদে চল ; মুক্ত বায়ু ; অদূরে তটিনী ;—
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী !

খোঁপা-খোলা

খোঁপাটি দিয়েছে খুলে ;—এই দোষ ওর ?
খোকারে বোলো না কিছু এ মিনতি মোর !
দেখ সখি চুলগুলি
শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি,—
দোলায়ে অলকাবলী খেলে বায়ু চোর !
ভূমিতে লুটায় আসি,
কেশের ঐশ্বর্য্যরাশি,—
শিহরি, মেদিনী হয় পুলকে বিভোর !
কেন ওরে মিছে ব'ক ?
আমার মিনতি রাখ—
সোহাগিনি, শোভার যে নাহি আজ ওর
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর ?

মধুমাসে ছোটে অলি,
হ'য়ে মহা কুতূহলী,
ঠিক যেন তোর ওই চাহনি ডাগোর ;—
সারি সারি ব'সে ধীরে,
অশোক-চম্পক-শিরে ;—
কবির আঁখিতে বহে হরষের লোর !
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর ?

শ্রাবণে দিক্‌-সুন্দরী,
বিজুরি-লতিকা ধরি,
কুসুম তুলিয়া লয় ভরিয়া আচোর

আদর সোহাগ করি,
ঘননীল নীলাম্বরী,
বরিষা পরায় তারে, দিয়া তারে কোর!
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর?

জলভারে ক্লান্ত হ'য়ে
কাদম্বিনী পড়ে নুয়ে;
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর!
আমার মিনতি রাখ,
আজি এলোচুলে থাক;—
খোকারে বোলো না কিছু, এ মিনতি মোর!
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর?

নিরলঙ্কারা

বিনোদিনি, চাবি তব গিয়াছে হারায়ে?
এই দেখ, আমি তাহা পেয়েছি কুড়ায়ে!
কষিত কাঞ্চন জিনি,
তোর ও তনুয়া খানি!
তাহে কেন অলঙ্কার দিবিরে চাপায়ে?
দিব না, দিব না চাবি, দিব না ফিরায়ে!
আহা ও ময়ূরীর পুচ্ছে,
আহা ও ফুলের গুচ্ছে,
কাজ নাই, কাজ নাই, অলক্ত মাখায়ে!

নাহি শবদের ছটা,
নাহি উপমার ঘটা,
তবু চিত্ত গীতি-কাব্যে ফেলেছি হারায়ে!
আজি শুভ্র দেহে থাক,
আমার মিনতি রাখ;
চির-তৃষিতের তৃষা দাও গো মিটায়ে!

অবিষাদে, মনোসাধে,
নগ্ন সৌন্দর্য্যের হ্রদে,
দাঁড়াব বজনি আজি, আকণ্ঠ ডুবায়ে!

প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, কুহক ছড়ায়ে,—
নিজ হস্তে পারিজাত, মন্দারে ফুটায়ে!
করি কত সন্তর্পণ,
করি কত প্রাণপণ,
প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, পুরুষে চেতায়ে!
আপনা বিলায়ে আর আপনা বিকায়ে!
এটা সেটা আনি হায়,
মোহন ফুল-শয্যায়
কেন চাস্, পাগলিনি, রাখিতে ছড়ায়ে?

অবোধ! এ গৃহস্থালী কে দিল শিখায়ে?
আজি এ মিনতি রাখ,
কিছু ওতে রেখ না'ক!
রাতি হ'ল আঁখি মোর আসিছে জড়ায়ে—
ও তোর ফুলশয্যায় পড়িব ঘুমায়ে!

আমি

ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতির মালা—
চম্পক-অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে, ঘুরায়ে,
গাঁথিছ বকুল-হার বিনায়ে বিনায়ে!
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার অলক-গুচ্ছ হ'য়েছে উতলা!
মালা গাঁথা হ'লে শেষ, পাইবে সম্পদ,
তাই-বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ,
সরসে নলিনী সম হ'য়েছে চঞ্চলা?

আমিও কুসুম, সখি ; সারাটি যামিনী,
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ !
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব, গৌরব ;
হ্যাদে দেখ, কি উতলা হ'য়েছি স্বজনি !
চিকণিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা ;—
আমারেও ঐ সাথে গেঁথে ফেল বালা !

বিধবার আরসী

বিধবার আর্সি খানি প'ড়ে আছে এক পাশে ;—
কালি-ঝুল মাখিয়া শরীরে।
মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে চুপে কহে কথা,
মনোদুঃখে গুমরে গুমরে ;—
"সধবা আছিল যবে, এ মুখ নেহারি মোর
কতই সে পাইত গো সুখ ;
আমার এ সরসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ,
তার সেই টুকটুকে মুখ।

গিয়াছে সোহাগ জানা—বোঝা গেছে ভালবাসা,
এ ধরায় কেহ কারো নয় ;
ছ'মাস চলিয়ে গেল, একবারো নাহি এল,
দেহ মোর কালি-ঝুলময়।
ভুল—ভুল ?—'সখী' নয়, সে মোর 'সতীন' হয়,—
সব কথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হ'য়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর,
—একদিনে দু' সতীনে হারায়েছি স্বামী।"

যাদুকরি! এত যাদু শিখিলি কোথায়?

১

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?
বিজলা-মোহিনী বেশে, কথা ক'স হেসে হেসে,
জহরির দোকানের পট খুলে যায়!
কোহিনুরে, কোহিনুরে, আলো যে উথলি পড়ে!
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে, হীরায় মুক্তায়!
যেখানে দাঁড়াস তুই, জাতি; বেল, মল্লী, যুঁই
ফুটে ওঠে; পারিজাত শাখায় শাখায়;
সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আঙ্গিনায়!
শাখী নাচে, পাখী নাচে, কুহু-শব্দ প্রতি গাছে,
সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায়!
হেরি ও মোহন ভেল্,
ভুলে গেছি বুদ্ধি খেল্,
মলিন তারার ভাতি চাঁদনি-নিশায়;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

২

মনে নাই? সেই নিশি,
অন্ধকার দশ দিশি,
জলদে চপলা চাহে বিকট বিভায়,
সোহাগে বাহুর ডোরে, বাঁধিলি আমায়!
সুখ-খিন্ন হ'ল প্রাণ;
ক্ষণে মোর হ'ল জ্ঞান
আমি যেন ডুবে আছি জাগ্রত-নিদ্রায়,
বাসন্তী যামিনী-কোলে, ফুল্ল জোছনায়!
জ্ঞানরুদ্ধ হ'ল রোধ
পরক্ষণে হ'ল বোধ,
চম্পকে, কমলদলে শিরীশ-শয্যায়
আছি আমি; হাসি মোর অধরেতে ভায়!

পাতিয়ে যাছুর কল,
এইরূপে প্রতি পল
কাটাইলি; তুই যবে আইলি হেথায়,
সেই দিন যামিনীর হ'য়েছে বিদায়!
নিশায় কোকিল গায়,
কমল মুচকি চায়,
যামিনীতে কোলাকুলি উষায় উষায়!
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়?

৩

যাছুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য;—তোর ঐ চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায়!
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্ত্তিমান্‌,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়!
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়?

৪

শোকমুখে নিজ ঘরে,
শোক গেছে চির তরে;
পলাতক রোগ-দৈত্য ফিরিয়া না চায়;
প্রতি কক্ষে আশা-পরী;
হীরার অঙ্গুরী পরি,
অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায়!
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়?

৫

আমার মলিন নেত্রে,
আমার শীতল গাত্রে,
কি অনল জেলে দিলি!—নিশায়-দিবায়,

সে পূত অগ্নির সেকে,
পাপ-চিন্তা, একে একে,
শুকান পল্লব সম দগ্ধ হ'য়ে যায় ;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

৬

ও যাদু-পরশে তোর
জড়িত রসনা মোর
বীণার ঝঙ্কার-ধ্বনি দিগন্তে বিলায় ।
হের দেখ সারি সারি,
জগতের নর-নারী,
অবাক, হর্ষিত নেত্রে, মোর পানে চায় ।
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

তারপর

স্বামী গেল মরি !
—তার পর ?
তার পর, কেঁদে কেঁদে, ডাগর ডাগর আঁখি
লালে লাল করিল সুন্দরী !
—তার পর ?
তার পর, বুক বেঁধে, চাহিল বাঁধিতে ঘর ;—
চাহিল ভুলিয়া যেতে বিরহ দুঃসহ ;
—তার পর ?

তার পর, অতি কষ্টে, করিল অনেক চেষ্টা
দুষ্কর সংসার-যাত্রা করিতে নির্ব্বাহ !
—তার পর ?
তার পর, একা, হেথা স্বামী বিনে ঘর কন্না
লাগিল না ভাল !
—তার পর ?

তার পর, একদিন, "হা নাথ যো নাথ" করি
অনাথিনী জীবন ত্যজিল!
—তার পর?

তার পর, ধীরে ধীরে, স্বর্গ হ'তে পুষ্প-রথ
মর্ত্তে এল নামি।
তার পর, ভাগ্যবতী, বৈকুণ্ঠ-আবাসে গিয়া,
পাইল প্রাণের প্রাণ জীবনের স্বামী!

কৌটার সিন্দুর

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর!
সেই আঙ্গুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্,
অধরে লাগিয়ে থাক্ চুম্বন-মধুর;
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর?

রঙে-রঙে ঘেঁষাঘেঁষি, রাগে-রাগে মেশামিশি,
থাক্ থাক্ নিওনা ও কৌটার সিন্দুর!
ও রাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় দুঃখ পাবে!
মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর!
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর?

রেখে দে যতন করে;—দেখিস তখন
দুঃখিনীর হবে যবে অন্তিম-শয়ন।
অবাক হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি,
সিন্দুরের কৌটা খোলে আপনা আপনি!
তাম্বুলের বাটা খোলে আপনা আপনি!

অধরে তাম্বুল-রাগ, ললাটে সিন্দুর-দাগ,
চলে যাবে উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিণী,
তুহাদেরি মাঝ দিয়া বিধবা ভামিনী!

তোমরা সব এয়ো মিলে, কৌটা খুলে দিস্ ঢেলে ;
ললাটে সিন্দুর কৌটা দিস ভরপুর ;
আহা এবে থাক্ পড়ে কৌটার সিন্দুর।

মলিন হাসি

বিশ্বের ঝঞ্ঝাট ক্লেশ যন্ত্রণার একশেষ,
উপমায় হারে তোর কাছে।
হায় রে মলিন হাসি, তোর চক্ষে অশ্রুরাশি
যত আছে, জগতে কি আছে ?
আছে কিরে কুঞ্জ গেহে, নিদাঘে লতায় দেহে
কীট-দষ্ট পুষ্পের বদনে ?
আছে কি তমাল-শিরে, উদাসী কালিন্দী-তীরে,
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে ?
প্রাঙ্গণের প্রান্ত দেশে, আছে কি রে নিশিশেষে
পাণ্ডু-চন্দ্র-চন্দ্রিকা-বরণে ?
হায় রে মলিন হাসি, এত কেন অশ্রুরাশি ;—
তোর ওই কাঙ্গাল নয়নে ?

হায় রে মলিন হাসি, ওই তোর অশ্রু-রাশি,
কবির কি ভাব-ভরা কথা ?
নয় নয় ! সবি ফাঁকি,— সকলি রহিল বাকি !
মর্ম্মে গাঁথা মরমের ব্যথা।
এক দিকে রৌদ্র-হাসি, অন্য দিকে অশ্রুরাশি
ইন্দ্রধনু কি শোভা বিকাশে !
হায় রে মলিন হাসি— তোর কিন্তু অশ্রুরাশি
নেত্রপটে শ্মশান প্রকাশে !

সুখের বাসর-ঘরে সবে হুড়াহুড়ি করে,
সধবা ও কুমারীর দল ;

চুপে চুপে ধীরে আসি, তুইরে মলিন হাসি,
আধা হাসি,—আধা অশ্রুজল ;—
বিধবার পাণ্ডুমুখে, তিলমাত্র বসি সুখে
আবার করিস পলায়ন ;
হায় রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয় !
সিক্ত করে কবির নয়ন !

উচ্চ হাসি

কুসুম কোমল আর জ্যোৎস্না-সুশীতল,
অতি স্নিগ্ধ, সুকুমার, তব মৃদু হাসি,
কি সুন্দর !—আমি কিন্তু বড় ভালবাসি
উচ্চ হাসি, উদ্বেলিত সঙ্গীত তরল !
মূর্ত্তিমতী রাগিণীর ভুজ-মেখলায়,
বাজি যেন উঠিয়াছে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী !
হৃদয়ের কুঞ্জে, কুঞ্জে, বাসন্তী উষায়,
জাগি যেন উঠিয়াছে নূপুর-শিঞ্জিনী !
বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে কনক-মৃণালে,
তোমার হৃদয়-মাঝে প্রেমের পিয়ালা !
উর্ব্বশী রঙ্গিণী সম নাচে তালে তালে,
মোহিনী মদিরা কিবা, পিয়ালায় ঢালা !
অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি !
সুরার বুদ্‌বুদ বুঝি ওই উচ্চ হাসি ?

নীরব বিদায়

নীরব বিদায় ও যে; নীরব বিদায় আহা,
নীরব বিদায় !

শব্দে বুঝাইতে যাই, অর্থের পাই না থাই
এ জগতে হায় হায় নীরব বিদায়
ভাষায় কি বুঝান গো যায়?
মুখে কথা নাহি ফোটে, ভাবগুলি কেঁপে ওঠে,
চঞ্চল সরসী-জলে শশি-বিম্ব প্রায়,
হায় ও যে নীরব বিদায়!

বৃথায় বৃথায় চেষ্টা, নীরব বিদায়
তুলিকায় ধরা কভু যায়?
দাসী আসি লয়ে যায়, সন্তানে তুলিয়ে হায়!
মা তাহার বার বার ফিরে ঘুরে চায়;—
—দৃষ্টি যেন পিছু পিছু ধায়!
অঙ্গ-যষ্টি অবিচল নেত্রে নাই অশ্রুজল,
বর্ণ নাহি মূরতি-রেখায়!
হায় ও নীরব বিদায়!

বৃথা চেষ্টা! এ জগতে নীরব বিদায়,
পুষ্পভ্রষ্ট সৌরভের প্রায়,
জননীর দৃষ্টি হয়ে বালকেরে সঙ্গে লয়ে
সন্তানের পাঠ-গৃহে ধায়!
'ভাসান্'—গঙ্গার ধারে রথ-যাত্রা হেরিবারে,
নয়নমণিরে মাতা সাজায়ে পাঠায়;
নিজে কিন্তু স্নেহময়ী, বাতায়নে বসি ওই
এক-মনে কি বস্তু ধেয়ায়!
চক্ষে অশ্রুজল নাই, কান্না নাই, ছায়া নাই,
ভাষায় ও বোঝান কি যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!

তুমি কি ভেবেছ মনে, বিবাহ যামিনী
হলে পরে ভোর,

কন্যারে বিদায় দিতে, কন্যার জননী
ফেলে শুধু নয়নের লোর ?
না গো না, বরের মাতা তারো চিত্তে গুপ্ত-ব্যথা,
হয়ে থাকে, পুত্র যবে দুদিনের তরে,
যায় দূরে বধূ আনিবারে !

রসের আভাস নাই, ছন্দের বিকাশ নাই,
গান গেয়ে গাওয়া কি গো যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !
ভ্রান্তি ! ভ্রান্তি ! এ জগতে নীরব বিদায়,
ত্বকস্পর্শে ছোঁয়া কভু যায় ?
আশঙ্কায় চক্ষু বুজি, দুটি অন্ন মুখে গুঁজি,
ওই যুবা কার্য্যালয়ে ধায় !
প্রাণের যুবার তরে তাম্বুল লইয়া করে,
তরুণী যে দিতেছে বিদায়,
মর্ম্মে গাঁথা নীরব ভাষায়
জলে শশি-ছায়া প্রায়, বিদায় কি উপলায়,
তরুণীর নয়ন কোণায় ?
ও বিদায় কায়াহীন ! ও বিদায় ছায়াহীন !
বোঝা যায়, হিয়ায় হিয়ায় !
আকুলি ব্যাকুলি নাই, অধরে কাঁপুনি নাই,
ভাষায় ও বোঝান কি যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !

হেরে দেখ, একমাত্র সন্তান-রতন,
দূর দেশে যায় ;
অন্ন, অন্ন, অন্ন, চাই ; বিনা বাক্যে যায় তাই ।
ঘরে ঘরে এ কাহিনী দুঃখী বাঙ্গালায় !
পিতামাতা দেয় তারে নীরব বিদায় !
ফেলে না চক্ষের জল, পাছে হয় অমঙ্গল,
নীল অভ্র মগ্ন হয় ঘন জোছনায় !

শশী গেল অস্তাচলে, যামিনী শিশির-ছলে,
কাঁদিতে না পায়!
অধরে কালিমা নাই, নয়নে ভাবনা নাই;
ভাষায় ও বোঝান কি যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!

লক্ষ্ণৌর আতা

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রুর,
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজ-সুন্দরীর!
চাহি নাক 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চির-পাণ্ডু বদন-রুচির!
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব-বধূটির!
চাহি না 'পয়া'র স্বাদ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতির!
দাও মোরে সে জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া;
চঞ্চলা বেগম কোন হয়ে উল্লাসিতা
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি,
যেতে মরি রসিকার রসনা উপরি!

গণিকা

'চল দেবি, স্বর্গে চল',—কহিলা নারদ,
হরির মধুর নাম বীণায় ঝঙ্কারি!
মহর্ষির রাতুল সে পদ-কোকনদ
নেহারি, গণিকা কহে নয়ন বিস্ফারি,—

'চারিধারে যমদূত ; ওই সারি সারি
অগ্নিকুণ্ড ; আমার সহিত এ ছলনা
কেন দেব ? মর্ত্তে আমি ছিনু বারাঙ্গনা ;
এ রৌরবে মোর সম নাহি পাপাচারী !'
কহে ঋষি 'মনে নাই ? সেই রঙ্গভূমি !
দ্রৌপদী-বস্ত্র-হরণ-অভিনয়-স্থলে,
"কোথায় শ্রীহরি" বলে ডেকেছিলে তুমি,
ভাসি গেল রঙ্গভূমি নয়নের জলে !
চল, চল, পুষ্পরথে আরোহি পুলকে,—
হরি নাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে।'

যাব না, যাব না।

তুমি ত চলিয়া গেলে, দাসীরে একেলা ফেলে
তাহে খেদ নাহিক আমার।
শুধু এই খেদ নাথ, মৃত্যু বসি শিয়রেতে,
অভাগীরে ডাকে বার বার।

যাব না, যাব না—
এখন সময় মোর, হয় নাই হে মরণ,
সাধ মোর আছে বাঁচিবার।
ফুরায় নি সব আশা, এক ছাদ রোদ আছে,
কত মালা আছে গাঁথিবার !

যাব না, যাব না—
পাছে অভাগীর প্রাণে, যাতনা কি কষ্ট হয়
হায় সেই ঋষিব্রতধারী,
রোগে জর জর, তবু মুখ টিপি হাসিতেন,
লুকাতেন নয়নের বারি !

যাব না, যাব না—
সে যে এত করে গেল, সে যে এত সয়ে গেল,
আধা তার সহিলাম কই ?
দুই চারি একাদশী করি বহে অশ্রুবারি,
আমাতে আমি গো যেন নেই !

যাব না, যাব না—
সারাদিন তুমি নাথ, মাথে করি ঝঞ্ঝাবাত,
শেলসম নিষ্ঠুর বচন,
কর্ম্মক্ষেত্রে মোর তরে, বিসর্জ্জনে ক্ষীণ তনু,
আমারি কি সাধের জীবন !

যাব না, যাব না—
হাত তুলে হেসে হেসে, অমন—অমন করে,
হে মরণ, ডেক না, ডেক না—
আমারে পরাতে বাস, সাজাতে সুন্দরী সাজ,
সে সহিত কতই লাঞ্ছনা !

যাব না, যাব না—
পিরানে বোতাম নাই ! পাদুকাটি অর্দ্ধছিন্ন !
মোর হস্তে পরাত বলয়
বুকে ধরিত না সুখ ! আমারি কি যত দুখ,
ঠোঁট পরি দিন দুই ছয় !

যাব না, যাব না—
বৃথা এই জারি জুরি ! সাধ্বীর ছলনা-বাক্য,
বুঝে ওই হাসিছে মরণ !
যাই ! যাই ! হাত ধরে বুকেতে টানিয়া লও,
কোথা তুমি অমূল্য রতন ?
একি নাথ আজো তব অধরে মলিন হাসি,
মিসকালি সুবর্ণ তোমার !

এত নাথ খাটিয়াছ, শরীর ভাঙ্গিয়া গেছে !
শক্তি নাই কাছে আসিবার !
বল নাথ, বল বল, কোথায় বেঁধেছ ঘর ?
খাটিতে হবে না তোমা আর !
কোলে তুলি, বুকে ধরি, প্রাণনাথ, প্রাণধন,
মুছাইব নয়ন-আসার ;
ফুটাইব হাসিরাশি, অধরে তোমার,—
—সর্ব্বস্ব আমার !

গান-শোনা

গেয়ে যাও, থেমনাক ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান !
পিয়ে ও সঙ্গীত-মধু, আমার মানসী-বধূ,
আহ্লাদে উন্মুখ আজি, উর্দ্ধ করি কাণ !
বধিরতা সারিয়াছে, আত্মা মোর বুঝিয়াছে,
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, একি উপাদান !
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান, এক সেতারের তান !
গেয়ে যাও, থেমনাক ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান !

ওঠে পড়ে গীত ধারা, তরল রজত পারা !—
পুষ্পবনে একি রঙ্গ !—নির্ঝরের প্রাণ,
করে সখি ছুটাছুটি আহ্লাদে অজ্ঞান !
নামিছে পড়িছে ওই, উঠিছে, নামিছে ওই,
অতীতের মগ্নস্মৃতি বাহিয়া সটান !
নয়নে ত্রিদিব-নেশা, পুলক-বিহ্বল-বেশা
গেয়ে যাও, থেমনাক, গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান !

আজি গো হয়েছে ধন্যা, সঙ্গীতের অন্নপূর্ণা!
পুষ্পবাস, পুতপ্রেম, মুরলীর তান,
অকাতরে, মুক্তকরে, করিছে প্রদান!
যত তব প্রাণ মাঝে, হাসি অশ্রু লেগে আছে,
উছলি উছলি আজি, আনিছে ও গান!
সুখ মৃদু কেঁদে উঠে, দুঃখ মৃদু হেসে উঠে—
গেয়ে যাও, থেমনাক; গেয়ে যাও গান;
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান!

কবে কোন্ সেফালীর, সৌরভে হয়ে অস্থির,
দোঁহে-দোঁহা করেছিনু প্রেমসুধা-দান;
কবে কোন্ যামিনীতে বসি বাতায়ন-পথে
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভাণ;
কোন্ সে মাধবী-রাতে, ফুল-শয্যা ফুল-পাতে,
একটি চুম্বনে হল নিশি অবসান;
নয়নে ত্রিদিব নেশা, পুলক-বিহ্বল-বেশা,
বলে যাও সে কাহিনী; গেয়ে যাও গান;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!

ডায়মনকাটা-মল

[সেদিন শ্বশুর বাড়ী গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি; এমন সময়ে, নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ীর তিন বধূ ও বাড়ীর কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাং শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, 'নাতজামাই, বুঝিব তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি, কোন্‌টি কে।' তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।]

১

ঝমর্ ঝমাং ঝম্, ঝমর্ ঝমাং ঝম্, বাজে ওই মল!
উঠিছে প'ড়িছে কি রে, নামিছে উঠিছে কি রে,
রূপ হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?

ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিভৃতির শান্তগৃহে খুলিয়ে অর্গল ?
সুন্দরীর উচ্চ-হাসি পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে কি রে আনন্দে চঞ্চল ?
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,
কেন আজি প্রতিধ্বনি হয়েছে বিহ্বল ?

মল বলে,—'আমি যার "বধূ" সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল।'
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে ;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল !
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে ? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে ?
মুখর বিরহ বলে, 'চল্ চল্ চল্'—
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল !

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !
হল নারে ঘুরাইতে, প্রেম-চাবি ছুঁতে ছুঁতে,
না ছুঁইতে, বাজে কেন সোহাগের কল ?
ঝিল্লি সাথে নিশি বায় ঝাঁপ্ তালে গীত গায় ;
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল !
রাজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল ;—দময়ন্তী তনু টল্‌মল্ !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল !

মল বলে,—'আমি যার "বধূ" সে গো নহে আর,—
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল !'
'খোকার ঝিনুক কই ?' মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার, নয়নে অনল !

কুহু-কুহু কুহরিত, অলিপুঞ্জ-মুখরিত,
বধূর যৌবন-কুঞ্জ মরি কি শ্যামল !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !

৩

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্, বাজে ওই মল !
পদ্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশ দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কি রে হইয়ে পাগল ?
অতনু কি মৃদু ভাষে, লুকায় উমার বাসে ?
পাছে ভাঙ্গে তপ, জলে হর-কোপানল !
কেন, কেন ম্রিয়মান্, হেমন্তে পাখীর প্রাণ ?
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল ?
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্ বাজে ওই মল !

মল বলে, 'আমি যার, চির লজ্জা সখী তার ;
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ হলাহল !
চুম্বিয়ে চরণ তার, জাগাই গো বার বার ;
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল !'
ঘোমটা টানি মাথায়, সেজো বউ চলে যায় ;
পদ্ম-দলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল !
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্ বাজে ওই মল !

৪

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম. বাজে ওই মল !
জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল !
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল্ ছল্ আঁখি রাধা চাহে ধরাতল !
মিলন লজ্জার বুকে, মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে, 'হেথা হতে চল্ সখী চল !'

প্রণয়লতা হাসিতে চায়, গুরুজন !—একি দায় !
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল !

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্,
মল বলে, 'বল, ওরে, সয়ে যেতে বল্ !'—
কবি বলে, 'আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু, ভরমে বিকল ;
যামিনীতে দেখা হলে সুধাব সোহাগ-ছলে,
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্ব্বরী, সখি তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায় ? বল্ সখি বল্ ?'
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্ ওই বাজে মল !

অশোক-তরু

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হলি লালে-লাল ?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্ প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন্ চির-সধবার ব্রত উদ্যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দুর-বরণ ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন ?
বৃথা চেষ্টা—হায় ! এই অবনী মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু-জীব প্রাণী !
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা' ;
তেমতি, অশোক, তোর লালে লাল খেলা !

নারী-মঙ্গল

জানি আমি নারি, তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী ;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার !
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা !)
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা—
নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা !
কিন্তু যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থে মধুরতর চিকণ রঙ্গিমা —
ভাবের সে সমাবেশ ! (রস উথলায়
পদে পদে—চারুতার গুপ্ত গরিমা !) —
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর সরে না গো বাণী !
কবির এ গুণপণা কেমনে বাখানি ?

সুকেশিনি, সুহাসিনি, চম্পকবরণি,
হে সুন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্ব্বরী,
পতি-পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী !)
যাও অর্দ্ধযামিনীতে —আনন্দ-লহরী
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে ! বধূ-বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে ! নূপুর গুঞ্জরি
নাচে মরি ; নাচে মরি কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
গুঞ্জরি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী !—
কি উৎসব ! হাসে দীপ ; হাসে নেত্র-তারা
হাসে অলকের পুষ্প ; ঝলকে ঝলকে
হাসে তব রক্ত চেলী ; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে !
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা !

নিশান্তে করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
এলাইয়া তরঙ্গিল আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
সাজাও পুষ্পের মালা, চন্দনের বাটী—
অর্চ্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী!
বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আ মরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি!—ত্যজি শাটি,
পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরি,
কোথা যাও? বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে।
পশিয়া রন্ধন-গৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
সুস্বাদু! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে!
শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা—
তুমি শুধু অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা!

তাই সখি বঙ্গ কবি, রূপে গুণে ভোর,
রসরঙ্গে, মধুমাসে, রচে 'মাধবিকা'—
চিকণ গাঁথনি! তার কল্পনার ডোর!
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা!
তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্যুতের খেলা
মেঘে মেঘে! বর্হ তুলি নাচিছে শিখিনী!)
হৃদি-কদম্বের-শাখে দোলাইয়া 'দোলা',
ডাকে তোমা—দোলাইতে তোমারে রঙ্গিণি!
তাই সখি, বঙ্গ-কবি, 'চিত্রার' উদ্যানে
বসিয়া ('অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি;
নাহি কাল, দেশ!') চাহি, তব মুখ-পানে,
'অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি!'
'অন্তর-মাঝারে তার একা একাকিনী'
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী!

তুমি মোর স্পর্শমণি! তোমার দুহাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দরিদ্র কঙ্কণ-দুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে!
গৃহের আরসী, ছবি (তাহাদের সাথে
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে!
মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে!
তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে।
আমারো ছিল গো সখি, মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ!

সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে,
শোভিতে মন্দার-বেশে ? বেষ্টিয়া তোমায়,
নীলকান্ত-আলবালে, কনক-বিতানে,
পালিত যক্ষ-মোহিনী! প্রবাল-শাখায়
ফুটিত মুকুতা-ফুল!—চাহি তব পানে,
হর্ষ দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে,
লাল নীল পীত রক্ত আভার ছটায়!
ছিলে কি গো কল্পলতা, ইন্দ্রের উদ্যানে,
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হত আন্দোলিত
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু! চাহি তব পানে,
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নর্ত্তন শিখিত!
আকুলি সে দেবভূমি, স্বর্গের শেফালী!
ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ, ফুটিতে কি আলি ?

তারপরে বুঝি কোনো দুর্ব্বাসার শাপে,
নারী হয়ে জনমিলে অবনী-মাঝার ?
তব পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার
স্বর্ণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গের চারু ইন্দ্রচাপে !
তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে
উছলে স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ !
কি বলিব ? তোমার ও বসন-অঞ্চলে
বাঁধিয়া এনেছ, সখি, স্বর্গের বিভব !
কি বলিব ? হেরি কেহ অকুণ্ঠিত দান,
হাসি কহে : 'হের দেখ দরিদ্রের ঠাট্ !'
হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,
তুমি মোরে রত্নময়ি !—করেছ সম্রাট্ !
দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার !
কে পায় মরিতে বল হেন উপহার ?

তাই সখি, তোমার ও রূপ-কক্ষে বসি,
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে : 'এ কি !
নির্জ্জনে কেমনে থাকে !'—হে কবি-প্রেয়সি,
বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি ?
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদান প্রদান !
তুমি একা কথা কও ? দু চক্ষু চঞ্চল
কথা কয় ; কথা কয় প্রগল্ভ অঞ্চল ;
কথা কয় শতমুখে কেশের কুন্তল !—
কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহ্বল !
কি উৎসব ! রূপরাজ্যে এ কি সুমঙ্গল !
একি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ কোলাহল !

প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহারা!
'নির্জ্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে!'—
এই ভাবি, হয় তারা বিস্ময়েতে সারা!
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন?
সহস্র নগর সে যে সহস্র নগরী,
সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
সহস্র মোহন দৃশ্য, নয়ন-রঞ্জন!
বসি তব রূপ-কক্ষে, বিশ্বের আকাশ
হেরি সখী; সীমাশূন্য সে নীল-বিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ—
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে!
কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয়?
জীব-রাজ্য, তরু-রাজ্য, নরনারীময়!

বিস্ময়-বিস্ফার-নেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বলে:
'বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহ—
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ?
তার এত মাতৃ ভক্তি? বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি! দেখেছে কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত?'—ওরূপ-অনলে
(হোমানলে!) পুড়ায়েছি 'আমিত্বের' দেহ!
অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে!
স্বজনি লো! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী!—
তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য-কুম্ভ-মেলা দিনে, সরমে ভরমে,
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার এ আত্মা-বধূ!—গড়েছে মন্দির
ভিতরে; বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির!

লোকে বলে : 'সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার !
দু সন্ধ্যা জোটে না অন্ন, দশা যার এই !—
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,
সেও কিন্তু দেয় এরে প্রীতি-উপহার !'
'সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ ;
আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাদু পিয়ায় যতনে !
পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন ;
ললাট মণ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে।'
অয়ি যাদুকরি ! এরা জানে না তোমার
যাদুমন্ত্র-কবিতায়, কল্পনায় দীক্ষা—
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা !
অয়ি বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার
কি মাহাত্ম্য !—দীন আমি, পথের ভিখারী ;
বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি।

লোকে বলে : 'এর হায় এমনি সুরীতি,
পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা !) দুইটি বৎসর !
(ধৈর্য্যের আশঙ্কা স্থল ! বন্ধুতার ভীতি !)—
তবু কিন্তু, এর প্রতি বিরাগ, অপ্রীতি,
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে !
অদ্ভুত আলাপী !—বুঝি যাদুমন্ত্র জানে।'
আমি হই হেসে সারা, শুনে এ ভারতী !
স্বজনি জানে না এরা—নির্ব্বাক্ নীরবে,
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী !)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে !
মুগ্ধ হয়ে, শোনে শ্রোতা—মোর অন্তর-প্রাণী
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা—
মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা !

লোকে হাসে হেরি মোর বিধবার রীতি,
আতপ-তণ্ডুল-দুগ্ধ-উদ্ভিদের রসে
এ দেহ-পালন চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি
নাহি মম! এ কি রঙ্গ হায় এ বয়সে!
'পশু, পক্ষী, দাস, দাসী জীব সমুদয়!'—
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয়ি স্নেহলতা!
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে বয়
জীব-দুঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা?
কনকের কাজ করা, স্বর্ণ ফুলে ভরা,
তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী।
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ন-অম্বরা,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য তুমি লইয়াছ কাড়ি!
'বাকল-বসনা শোভা-তাপসী সরলা!'—
তোমারি এ শিক্ষা, অয়ি গৃহ-শকুন্তলা!

কেহ বলে; 'আছে এর শিরোরোগ ব্যাধি!'
কেহ বলে: 'এ কবিটি নিশ্চয় পাগল!
ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছৃঙ্খল!'
এই রূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী!
শপথ-কাহিনী সহ যারা নাহি জানে,
তারা বলে, 'এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে
সোমরস; হের ওর রক্তিম নয়ানে
মাদকতা!'—আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে!
তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে: আমি হয়ে ভোর,
পিই তাহা সুধামুখি! নিভৃত নিরালা
তব সোহাগের কুঞ্জে!—অপরাধ ঘোর
এইমাত্র মোর!—ও-গো নিন্দা, দৈত্যবালা!
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর!

আলু থালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে ; ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দ্দিকে ! জান না বন্ধন,
মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা ! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী ! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে ! তটিনী যেন রঙ্গিণী !
উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্ত্তি রাজে !
হে নারি ! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন ! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা,
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা ভিতরে !
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা !
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হয়ে, তোমার ও নারী-মূর্ত্তি রাজে !

হে মোহিনী শিক্ষাদাত্রি ! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন-মাঝে ! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া, আনিছ টানিয়া ; ধন্য এ যতন !
নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা ;
তিমিরপুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় চন্দ্র-কুসুমে, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা !
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে !
ঘোরা তমস্বিনী নিশি, বহিছে ঝটিকা !—
কবি চিত্ত-বেলা ভূমে সৌন্দর্য্যের শিখা
কে জ্বালিল ; হে নারি, মোহিনী মূর্ত্তি ধরে
'শান্তি শান্তি' উচ্চারিলে :—আইল অমনি,
সাগর সঙ্গমে যরি অথ সুরধুনী !

নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী ;
ছিল না উৎসব ; যত ঐশ্বর্য্য-বিভব
ছিল গুপ্ত ; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক ; নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী ;
তুমি এলে একদিন রাজরাণী-প্রায়—
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী !
সে দিন কি ভুলিয়াছি ? ভোলা কি গো যায় ?
এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি !
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী !—
বিপুল ভাবের রাজ্যে, অদ্ভুত, বিরাট !
বিচিত্র ফুল্ল-আলোকে তোরণ কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্সরী
বরষিছে লাজমুষ্টি, গায় শত ভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি !

লক্ষ্মী-পূজা

ঝি ! ঝি ! ওই তোর মুড়ো ঝাঁটা দিয়া
অলক্ষ্মী মাগীরে ঝাটু দেরে তাড়াইয়া !
রে অলক্ষ্মী, করি সর্ব্বনাশ,
আজও কি মিটিল না আশ ?
সর্ব্বনাশি, তুহারে সাবাসি !
করে সধবার একাদশী,
তোর পূজা আয়োজনে ঘোর,
কন্যাগণ, বধূগণ মোর !
ঋণব্যাধি চুষিয়া কপোল,
করিয়াছে দেহ-মাংস লোল ।
আমরি কি কলির মাধুরী !
ঘৃণার গোময় রস পরি,
শত হস্তে ধরি পিচ্‌কারি,

মহা হাস্তে দিয়ে টিট্‌কারি,
বিদ্রূপ ঢালিয়া দেয় গায় !
বাকি কি রাখিলি বল্ হায় ?
দিনান্তে আকাশ পানে চাব,
তারও অবকাশ নাহি পাব !
কোথা মম লাজ ও ভরম !
কোথা মম ধরম ও করম !
ঝি ! ঝি ! ভাঙা কুলো বাত্তি বাজাইয়া,
বিধবা মাগীরে ঝাট্ মেরে তাড়াইয়া
তুমি কিন্তু এসো গো কমলা ।
ত্রিভুবন করিয়ে উজলা !
উষাময় বদন মধুর,
সন্ধ্যাময় চাঁচর চিকুর,
পুণ্যপুঞ্জে জনম জনম,
আজি পাদপদ্ম অনুপম
ফুটিল আমার গৃহে আসি—
সৌরভে পুরিয়া গেল দিশি !

শীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর অধর,
শুষ্ক তালু কুঞ্চিত জঠর,
চারিধারে করি হাহাকার,
চারিধারে বলি মার মার
দুর্ভিক্ষ চলিয়ে যবে যায়,
অসংখ্য অসংখ্য পঙ্গপাল,
দুর্ভিক্ষের দুরন্ত ছাবাল,
তরু, লতা, ঘাস পাতা সব মুড়াইয়া
বসন্ত-লক্ষ্মীর আহা সিন্দুর মুছিয়া,
জনকের পিছু পিছু ধায় !
তারপরে, ভাগ্যবলে, বাসব হইলে কৃপাবান
ফল, ফুলে হয়ে শোভাবান,

সাহারার মাঝে পুন-দেখা দেয় বিচিত্র উত্তান
নেহারে কৃষকবালা, হরিষ-অন্তর,
গোলাবাড়ি, মাঠ আর ঘর,
ভরি গেছে ফসলে ফসলে!
কনক-কুণ্ডলগুলি দোলে,
অতি মনোহর!
মনোহর! সমীর হিল্লোলে!
সেইরূপ কনককুণ্ডলা,
স্বর্ণকান্তি তেমতি উজলা,
আসিয়াছ মোর গৃহে? এস মা কমলা!

ধান্ত-শীষ অলকে ঢুলিছে,
মাধুরী যে উথলি পড়িছে!
ঝাঁপি কাঁখে, হসিত-বয়ানে,
কটাক্ষে করিছ দৃষ্টি নীবারের পানে,
নীবার যে ঝরিয়া পড়িছে!
দেবি, একি, সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস,
মর্ম্মমাঝারে আসি লভিছে জনম!
বল দেবি তুমি কি স্বপন?
দূর দেশান্তরে, বধূ আনিবারে,
যায় যবে বর,
দুই দিন উদাসীন থাকে
স্বজন-নিকর;
দুই দিন ফাক্ ফাক্ লাগে,
আঙিনা ও ঘর।
তার পর, যবে বর
বধূটিরে লয়ে,

ফিরে আসে আপন আলয়ে,
খুলে যায় প্রাণের মোহানা !
আসে সুখ-বন্যা তোলপাড় করি !
চারিধারে হয় হুড়াহুড়ি !
চারিদিকে উলু ধ্বনি হয় !
হর্ষ করে গণ্ডগোল—
হয়ে মহা উতরোল,
বেজে উঠে কঙ্কণ বলয় !
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই,
মঙ্গলশঙ্খের সঙ্গে করিতে লড়াই,
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই !
লইয়ে বরণডালা,
যতেক সধবা বালা,
কোলে করি, বধূরে নামায় !
কৌতুকে ঘোমটা হতে,
মুচকিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিধারে চায় !
তেমতি বধূর রূপ ধরি,
আসিয়াছ ? এস মা কমলা !
তেমতি গো উৎসবলহরী,
চারি ধারে বরিষণ করি,
আসিয়াছ ? এস দেববালা !
শোভার মূরতি অভিনব,
অনুপম রূপরাশি তব !
তেমতি কাশীর চেলী ঝলমলে তব পায়,
তেমতি সিন্দূরবিন্দু ভালে তব শোভা পায়
ওকি তব চরণে শোভিছে ?
ও নয় গো অলক্তের দাগ,—
বৈজয়ন্তী অরুণের রাগ,
পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়িছে !

এ আঁধারে জ্যোৎস্না ফুটায়ে,
হাসিরাশি চৌদিকে ছড়ায়ে,
আসিয়াছ? এস মা ইন্দিরা!
আমি অতি ভাগ্যবান,
আমি অতি পুণ্যবান,
তাই তুমি নিজে আসি, নিজে দিলে ধরা!
বল দেবি, সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বল দেবি, সবি কি স্বপন?
একি! একি! আলো আলো!
আলোকেতে ভরি গেল,
চারিদিক্, চারিদিক্!
ফিরান যে দায় হল আঁখি অনিমিক্!
অঙ্গার-খনির গর্ভে খোদিতে খোদিতে,
অকস্মাৎ মহাজন নেহারে চকিতে,
আলোময়, আলোময়, আলোময় চারিদিক্!
তেমতি হীরার মূর্ত্তি ধরি,
ঢালি ঢালি অবিরল আলোক-গাগরি,
আসিয়াছ? এস সুরেশ্বরি!
নয়নে লাগিল ধাঁধা,
পরাণ পড়িল বাঁধা,
কি বিচিত্র রূপ তব, ওগো দেবেশ্বরি!
দেবি, একি সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপন-সৃজন?
বার বার অবিশ্বাস
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,

মর্ম্ম-মাঝারে আসি, লভিছে জনম !
বল দেখি নয় ত স্বপন ?

জল, জল, জল, জল,
বৃষ্টিধারা অবিরল,
লতা পাতা ফুল ফল ভিজিয়া আকুল সব ।
বিহগ কুলায়ে ভিজে নীরব যেন রে শব ।
পরিয়া মলিন বাস,
বিরহী ফেলিছে শ্বাস !
প্রাণের কন্দুক-খেলা বন্ধ করি দিনমানে,
ছেলেরা তাকায়ে রয়, অবাক মেঘের পানে !
ঐ ঐ বালক ছুটিল,
ঐ ঐ কিরণ ফুটিল,
হাসিয়ে অরুণ হাসি,
মেঘ-বাতায়নে আসি,
ঐ রবি, ঐ দেখা দিল !
ভুবন হইল পুন হাস্যময়, হর্ষময়,
অতুল সৌন্দর্য্যময়, আলোকে আলোকময় !

তেমতি কিরণ-রূপ ধরি,
তেমতি এ হৃদয়-জলদ ভেদ করি,
আসিয়াছ ? এস সুরেশ্বরি !
দেবি, একি সবি কি স্বপন ?
তুমিও কি স্বপন-স্বজন ?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম মাঝারে আসি লভিছে জনম ।
বল দেবি, নহ ত স্বপন ?
এস গো সুষমাময়ি রমা,
তুমি নহ অলীক স্বপন ।

পুণ্যপুঞ্জে জনম জনম,
আজি পাদ-পদ্ম অনুপম,
রঞ্জিল দাসের নিকেতন!
সমুদ্র-মন্থনকালে যেমতি হাসিয়াছিলি,
রক্ত-পদ্ম হয়ে তুই নীলবৃন্তে ফুটেছিলি,
তেমতি ও মূরতি মোহন!

তেমতি কিরণ লেগে,
ঢেউগুলি উঠে জেগে,
অলকে কনক ফোটে, ঝলকে ঝলকে!
সিঁথিতে মুকুতা গাঁথা!
তেমতি, তেমতি,
জলধি-নিকুঞ্জে যথা
মুকুতা-কুসুমময় প্রবাল-ব্রততী।
মরি কি মধুর গুঞ্জরণ,
সৌরভ-সদন, তোর ওই মধুর আনন।
বিহ্বল ম'রন্দ ঘ্রাণে,
বারণ নাহিক মানে,
ভৃঙ্গ বুঝি করিছে নিক্কণ?
ও নয় রে ভ্রমর গুঞ্জন—
স্মরি নিজ বারুণী-ভবন,
এখনও ঝাঁপির শঙ্খ করিছে স্বনন!
মরি মরি কি সুন্দর আর্দ্র কেশরাশি,
রূপের তরঙ্গে ওরা ভাসি,
চুম্বিছে অলক্তময় আরক্ত চরণ।
অপূর্ব্ব অলক্তময়
ও রাগ যাবার নয়,
জল ঝরে, তবু তোর অরুণ বরণ
পলে পলে বিচ্ছুরিছে কনক-কিরণ!

চিত্ত মোর করিছে উজলা,
এসেছিস, যদি দেববালা,
মুখে সদা মৃদু হাস,
থাক্ ভবে বার মাস,
ছেড়ে ছলা কলা।
চঞ্চলা অখ্যাতি তোর
সহে না পরাণে মোর,
কেমনে নিন্দার জ্বালা সহিস, মঙ্গলা?

আজি হতে করিনু কামনা,
ছত্র খুলি নগরে নগরে,
দীন হীন ভিখারীর তরে,
পুরাইব কল্পনার সাধের বাসনা!
দিবা রাত্রি করি অন্নদান,
জগতের সাধিব কল্যাণ!
মাগো যার পিতা মাতা নাই,
ম্লান চক্ষে কাঁদে যে সদাই,
শত পুত্র থাক্ ঘরে,
তাহারেও সমাদরে,
পোষ্য করি রাখিব সদাই
অন্ধবাস, কুষ্ঠবাস, পান্থবাস দিব খুলে!
অন্তরে নাহিক স্ফূর্ত্তি,
মলিন কবির মূর্ত্তি,
সারস্বত-বৃত্তি তারে দিব কুতূহলে।

অহো কিবা অপরূপ, রাজরাজেশ্বরী-রূপ,
প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধ চিত্তকূপ!
হেরি ওই মূরতি মোহন,
খুলে গেল আঁখির বাঁধন!

ওরে তোরা পুষ্পবৃষ্টি কর,
যশের শিরোপা শিরে ধর,—
মেদীর গোলক ধাঁধা,
তাহাতে পড়িল বাঁধা,
চপলার চঞ্চল চরণ
পেয়েছি পেয়েছি সব টের,
চলে না আমার সাথে ছলনার ফের,
মোর হাতে রহস্যের চাবি,—
মোরে ছেড়ে মা কমলা কেমনে পলাবি ?
মোর হাতে রহস্যের চাবি,
মোরে ছেড়ে মা কমলা আর কোথা যাবি ?
জগতের সার সত্য,
বুঝিতে পেরেছি তথ্য,
'তুমিই মা অন্নপূর্ণা, তুমিই ভারতী,
মূর্তিভেদে কমলার কতই মূরতি !
কোথাও চঞ্চলা নাম, কোথাও অচলা,
পাত্রভেদে কত নাম ধরিস মঙ্গলা ।'

হরি-মঙ্গল

নিবেদন

১

বল, দেব, একি এ করিলে ?
যশ-চন্দনের বাটী, বাণীর মন্দির হতে
আনি', কেন এ দীনের ললাট মণ্ডিলে ?
রক্ত জবা ধুতুরায়, গাঁথিয়ে সামান্য মালা
দিতে চাও দাও কণ্ঠে (কুসুম সুন্দর
সুকবির কণ্ঠে সাজে, নৃপতির ভালে রাজে !)
কাঙ্গালে সাজালে কেন, আনি' নাগেশ্বর ?
বাসরের সাজসজ্জা তরুণ যুবারে সাজে,
বুড়ারে সাজালে কেন নবীন নাগর ?

২

বল, দেব, একি এ করিলে ?
আনি' সিন্দূরের কৌটা, আনি' তাম্বুলের বাটা,
বিধবার পাণ্ডু-হস্তে কেন অরপিলে ?
আধ বাঘাম্বর ছাল, আধ কণ্ঠে অহি নাল-মাল,
শ্মশান-বাসিনী যেই হরের ঘরণী,
একি দেব ! পরিহাস, ইন্দু-পাণ্ডু ক্ষৌমবাস,
তার তরে ?—উমা নহে ব্রজের গোপিনী !
কুলু কুলু গঙ্গা ধায়, অদূরে জ্বলিছে চিতা,
শ্মশানে ধরিলে কেন মোহিনী-রাগিনী ?

৩

ভ্রম ! ভ্রম ! অলীক স্বপন !
কাচ আমি, নহি হীরা, আমি গো সামান্য তাম্র,
নহি আমি, নহি আমি রজত কাঞ্চন !
ভক্ত আমি ? সর্ব্বনাশ ! এ দারুণ পরিহাস
কেন ? কেন ? আমি, দেব ! দীন অভাজন !

সুন্দর হৃদয় তব, সুন্দর নয়ন তব,
ভুবনে হেরিছ তাই সকলি মোহন!
শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী, তাও হয় গৌরাঙ্গিনী
চন্দ্রোদয়ে, দূর্ব্বাঘাস তাহাও কাঞ্চন।

৪

খোলা ভোলা বালকের হিয়া—
সাপের তর্জ্জন শুনি', করে আনন্দের ধ্বনি;
অহিরে আলিঙ্গি' ধরে, ফণা সাপটিয়া!
কুপতির পদ বন্দি', সতীর সদ্গতি হয়,—
মিটে তার, মিটে তার প্রাণের পিপাসা;
গঙ্গা-ভ্রমে পড়ি' জলে, ভক্ত লভে মুক্তি ফলে,
কর্ম্মনাশা থাকে কিন্তু সেই কর্ম্মনাশা!

৫

ভক্ত আমি? আহা তাই হোক!
ভক্তির চরণস্পর্শে, হে দেব! ফুটুক হর্ষে
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে বাসন্তী অশোক!
ফুল ও চন্দন, দেব, পড়ুক শ্রীমুখে তব,
উৎপ্রেক্ষা সফল হোক্—আহা তাই হোক্!
এ হৃদয়-মরুভূমে বহুক্ প্রেমের ধারা,
হাসুক আঁধার ঘরে চাঁদের আলোক!

৬

হে শ্রীহরি, আসি দাও দেখা!
হৃদয়-দর্পণখানি মাজিয়া উজ্জল কর,
মুছে ফেল, ধুয়ে ফেল কলঙ্কের রেখা।
লোকে মোরে 'ভক্ত' বলে, লাজে হয় মাথা হেঁট,
দারুণ অশান্তি নাথ, সহিতে না পারি।
লজ্জা-নিবারণ-হরি, হৃদয় প্রতিমা মাঝে
ভকতি প্রতিষ্ঠা কর; দোহাই তোমারি!

৭

হে সুন্দর ! বুঝিবারে নারি,
কৌমার, যৌবন গেল, আয়ুও প্রায় শেষ হল,
কতকাল থাকিব গো অনূঢ়া কুমারী ?
এস বঁধু, এস বর, সাজাইয়া এ বাসর,
সারা-রাত্রি আছি বসে, রাত্রি হল শেষ !
দেহ-মালঞ্চের মোর অর্ঘ্য-পুষ্প ঝরে যায়,
প্রাণের দেবতা এস, এস পরমেশ !

৮

শ্যামাঙ্গিনী চণ্ডিকা কালিকা,—
সেই বেশে চাও যদি, এস হে আস্ফালি' অসি,
আমারে করিয়া দিও ভৈরবী সাধিকা।
বলি দিয়া প্রেম-খড়্গে, স্বার্থ-অসুরের রক্ত,
নিভৃতে, সাধনমঞ্চে পিয়াব, অম্বিকা !
অয়ি নর-মুণ্ড-মালে, সন্তানে তুলিয়া কোলে,
নাচিস তাণ্ডব নাচ—অপূর্ব্ব রাধিকা !

৯

রাধিকা-কৃষ্ণ যুগল মূরতি,—
সেই বেশে চাও যদি, এস বঁধু, হৃদি-কুঞ্জে,
আমি গোপিনীর বেশে করিব আরতি।
হৃদি-বৃন্দাবন-ধামে, এস হে বিনোদ-ঠামে,
প্রাণ-মন-উন্মাদন বাজাও বাঁশরী ;
কাম-লোভ, গোপ-কন্যা, পড়ুক শ্রীপদে আসি,
কুল, মান, ভয়, লজ্জা, সর্ব্বস্ব পাশরি' !

১০

সেই দিন নব বৃন্দাবন
বিরাজিবে হৃদি-কুঞ্জে, হে ব্রজের বংশী-ধারী,
তোমার ও মুখচন্দ্র করি দরশন !

হইবে গো ষোল রাস, বার মাস হর্ষোচ্ছ্বাস,
ছুটিবে রসের উৎস, প্রেমের ফোয়ারা।
প্রেমে গদ গদ বোল, যারে তারে দিব কোল,
মুখে হরি হরি বোল, প্রেমে মাতোয়ারা!

১১

তখন পরায়ে দিও মালা—
আনি চারু কৃষ্ণচূড়া, কুন্তল সাজায়ে দিও,
পীতাম্বরে করে দিও এ দেহ উজালা!
দেহ বুদ্ধি না থাকিবে, লাজ ভয় না রহিবে,
আমি শ্রীহরির ধ্যানে হইব তন্ময়।
তুমি দিবে মোর গলে, আমি কিন্তু সেই ছলে,
গোবিন্দের কণ্ঠে দিব, বলি 'জয় জয়'!

হিরণ্যকশিপু-বধ

'হিরণ্যকশিপু, তুই হিরণ্যকশিপু'—
সক্রোধে নৃসিংহমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
কহিলেন 'তোর সম নাহি মোর রিপু!'
নখাগ্রে করিলা মোর বক্ষঃ বিদারণ!
দৈত্যতনু পরিহরি', গোপিনী সাজিয়া,
কারণ শরীর ছাড়ি এনু বাহিরিয়া!
নৃসিংহ-মূরতি ছাড়ি রাধাকৃষ্ণ-বেশে,
মোর পাশে শ্রীগোবিন্দ দাঁড়াইয়া হেসে!
শঙ্খ বাজাইয়া আমি আরতি করিনু,
দীপ জ্বালি, মনঃ সাধে, শ্রীমুখ হেরিনু!
কহিলাম 'নাথ, একি সত্য? না স্বপন?
হইল কি এত দিনে শাপ-বিমোচন?'
গোবিন্দে ইঙ্গিত করি কহিলা রাধিকা,
'প্রেমরাজ্যে এ গোপিকা অপূর্ব্ব সাধিকা!'

শেফালি-গুচ্ছ

বৈশাখ

১

কপালে কঙ্কণ হানি, মুক্ত করি চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল !
স্বামী তার, 'চৈত্রমাস', অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি, জানু করি নত,
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস ?
রুদ্রের মূরতি ও যে !—একি সর্ব্বনাশ !

২

ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে !
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম, মাখি কুতূহলে,
তপে মগ্ন,—চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে ?
হে চৈত্র, এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা ! নাশিতে জীবন,
রোষান্ধ বৈশাখ ওই, মেলিল নয়ন !

৩

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে 'কি কর কি কর',—
নব ঊষা বলে—'ক্রোধ সম্বর, সম্বর !'
কোকিল ডাকিল মৃদু, করিয়া মিনতি ;
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি !
বৃথা ! বৃথা !—বৈশাখের দু চক্ষু হইতে,
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে, আচম্বিতে !

৪

ভস্ম হ'ল চৈত্র মাস ! হয়ে অনাথিনী,
মুছিল সিন্দুর-বিন্দু, বাসন্তী যামিনী !
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া !
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া !

প্রজাপতি লুকাইল কবরীর শিরে,—
ভিজিল শিরিষ-পুষ্প নয়নের নীরে!

৫

আম্রের বাছনিদের সুহরিত দেহ
ভরি গেল রক্তপীতে, খসি গেল কেহ!
কঠিন উপলে বসি সারস-সারসী,
বিহগ-ভাষায় ডাকে—'কোথায় সরসী!'
গহন অরণ্যে ছায়া পলাল ত্রাসে,—
ক্লান্ত পান্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সন্তাষে!

৬

লতিকা পড়িল লুটি তরুর চরণে;
বনস্থলী পতিহীনা নবীন যৌবনে!
দিন বলে 'এবে আমি খেটে হব সারা',
রাত্রি বলে 'হায় আমি এবে আয়ু হারা।
দম্পতি, যুকতি করি, 'বিরহে' ডাকিল!
'কল্পনা'—কবির বধূ—বিদায় মাগিল!

পুরাতন বর্ষের বিদায়-উক্তি

১

চৈত্র-সংক্রান্তির নিশি পোহায় পোহায়!
যাই তবে, বিশ্ববাসি,—বিদায় বিদায়!
আমি অতি ক্লান্ত, শ্রান্ত; সারাটি বরষ
হরষে, মাথায় বহি কর্তব্য-কলস,
ঘুরিয়াছি সৌর-রাজ্যে; কাঁপিছে চরণ,—
নাহি গো বিলম্ব আর! ফুরাবে জীবন!

২

নীল-পয়োধির পারে, অনন্তের ধামে,
মরণের শূন্ত-কক্ষে শুইব আরামে !
রূপ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই তথা !
প্রণবের ঝির্ ঝির্ ঝরে নীরবতা !
মহাকাল নিদ্রামগ্ন অঞ্চল বিছায়ে—
আমিও চিরনিদ্রায় পড়িব ঘুমায়ে !

৩

যাই তবে, বঙ্গবাসি,—কায়-মন-প্রাণে,
ছিল ব্রতী তোমাদের মঙ্গল-বিধানে !
যদি কোন অপরাধ, যদি কোন ত্রুটি,
করে থাকি, হোক্ মগ্ন বিগ্রহ-ভ্রূকুটী,
আজি এই বিদায়ের মহা-সন্ধিস্থলে !—
ডুবুক অশিব-রাশি, ডুবুক মঙ্গলে !

৪

সংসারে দেখায় পথ ভ্রান্তি-ধূমকেতু ;
বন্যায় বহিয়া যায় বিবেকের সেতু !
কে আছে নিরপরাধ হায় এ মরতে ?
ক্ষম তব অপরাধ ! পরতে পরতে,
তব তৃষাতুর কণ্ঠে আনন্দ-পশরা
ঢালিয়াছি ; সাজে কি দাসের দোষ ধরা ?

৫

যদি কভু চেলে থাকি নীরব নিশ্বাস
তব প্রাণ-পক্ষি-বক্ষে, আশ্বাস বিশ্বাস
ঢালিনি কি পক্ষে তার ? বিরহ-বিধুর
ম্লান অঙ্গে, আনি নাই মিলন-মধুর
চির বাহু-আবেষ্টন ? পূজা-উপচারে
রাখিনি মঙ্গল-ঘট তাহার-আগারে ?

৬

বধি নাই লাজমুখী উদ্বাহের বাসে ?
গুরু গুরু গরজনে শুধু কি তরাসে
শ্রাবণে কেঁপেছে প্রাণী ?   মিলন-বিহ্বল,
(যৌবনের পুণ্য-তীর্থে !) হৃদয়-উৎপল
কাঁপেনি কি সুখ-স্পর্শ মলয়া-হিল্লোলে ?
সমুদ্র-কপোত যথা জলধি-কল্লোলে !

৭

নিয়তি আসিয়া তব দূর আত্মীয়ার
মুছিল সিন্দুর-বিন্দু ; করি হাহাকার,
তুমি ক্রোধে, অভিমানে, আমার ললাটে
করিলে করকাপাত !   (সংসারের হাটে
এমনিই বিকি কিনি !) আমি মৃদুহাসে,
আনিনু 'নব কুমার' সূতিকার বাসে !

৮

চির পুত্রমুখাকাঙ্ক্ষী হাসিল সুহাসি,
তোমার প্রেয়সী ; যত্নে আমারে সম্ভাষি,
প্রক্ষালিয়া দিল মম ললাটের দাগ,
রুধিরাক্ত ; দু অধরে অরুণের রাগ,
ওই শোভে শিশুমণি !—হল শঙ্খধ্বনি
তব গৃহে, আমি যেন আনন্দের খনি ।

৯

ভুলে গেলে রোষ কোপ, ভুলে গেলে শোক;
আমি যেন কত তব আপনার লোক !
হেমন্তে আছিল তব শূন্য ফুলদানি—
মনে নাই ?   মনে নাই ?   হায় অভিমানি !
অশোকে, কাঞ্চন পুষ্পে, নাগেশ্বর ফুলে,
বসন্তে ভরিয়া দিনু মঞ্জরি, মুকুলে !

১০

প্রাবৃটে শুনেছ শুধু দর্দ্দুরের বাণী ?
নিদাঘে হেরেছ শুধু ভয়ঙ্কর প্রাণী,
বালুচরে, সুখসুপ্ত কুম্ভীরের দেহ ?
হায় ! হায় ! আমি বুঝি পশাবিয়া স্নেহ,
শুনায়েছি তোমা সবে বিরহ ক্রন্দন
চক্রবাক-মিথুনের, সারাটি জীবন ?

১১

নির্গন্ধ কিংশুক-মালা দোলায়েছি গলে ?
নাগাষ্টক-পর্ব্বদিনে সুধু দলে দলে
আনিয়াছি ফণী ধরি কেতকি-উদ্যানে ?
দশহরা-দিনে গিয়া জাহ্নবী-সোপানে
দেখায়েছি বংশশ্রেণী, বেতসের লতা ?
সকলি কুরূপ হায়, কুৎসিত কুপ্রথা !

১২

নিবিড় ইক্ষুর বনে শালিক চরিছে ;
উজ্জ্বল সৈকত-ভূমে কচ্ছপ ধাইছে
লুকাবারে ডিমগুলি বালির গহ্বরে ;
এই শুধু হেরিয়াছ সারাটি বৎসরে ?
পৌষে শুধু নীলাকাশে, এক দৃষ্টে চাহি,
গণিয়া তুষার-খণ্ড, বলিয়াছ 'ত্রাহি' ?

১৩

মনে নাই ?—আমি সেই ঝুলন-যাত্রায়,
দিয়ে হর্ষকর-দোলা, সুখ-হিন্দোলায়,
গেয়েছিনু প্রেম গীতি ! যাই বলিহারি,
দোল-পুর্ণিমার রাত্রে, ধরি পিচ্‌কারি,
ঢালিনু সিন্দুর-রাশি অশোকের শিরে !
ভরিনু তোমার দেহ আবিরে আবিরে !

১৪

জন্মাষ্টমী উৎসবেতে, কি মোহন সাজে,
যামিনীতে সাজালাম বাল-গোপরাজে!
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে!—দলে দলে
ভক্তবৃন্দ নৃত্য করে, কদম্বের তলে!
আরতির শেষ হল—কতই আহ্লাদ!
আমিই বাঁটিয়াছিনু দেবের প্রসাদ!

১৫

আমিই সে, মনে নাই? শারদ উৎসবে
মাতাইনু সারাবঙ্গে হর্ষ-কলরবে!
আপন গুণপনায় আপনি মোহিনু;
শেফালিতে শেফালিতে ছাইয়া ফেলিনু!
কুসুম কুড়াতে যায় শিশু নর-নারী,—
গ্রামের হরিত ক্ষেত্রে যেন শুক-শারী!

১৬

মনে নাই? উচ্চ হাসি, কঙ্কণ-বাদন,
নয়নে নয়নে কথা, প্রেম-আলাপন!
নারী-কণ্ঠে অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার,—
দোয়েল, কোয়েলা, শ্যামা, করিল ঝঙ্কার!
রসের বাসর ঘরে রূপের সে ডালি,—
সুখের কার্ত্তিকে যেন দীপের দেয়ালি!

১৭

বন-ভোজনের তরে যুবতীর সারি
গিয়াছিল আম্রকুঞ্জে; সে লীলা আমারি!
মনে নাই? লোকালুকি প্রতি শাখে শাখে,
শব্দের, প্রতি শব্দের, কুহু-কুহু-ডাকে!
কন্দুকের খেলা হেরি, যুবতীরা রঙ্গে,
হর্ষে তনু ঢালি দিল হাসির তরঙ্গে!

১৮

লক্ষ্য তুমি কর নাই ? বাজায়ে সেতার,
গেয়েছি তোমারি দ্বারে বসন্ত-বাহার !
হৃদয় শিহরি উঠে, বাঁশরি ফুকারে—
যুবা বৃদ্ধ নেচে উঠে তারের ঝঙ্কারে !
সেধেছি মঙ্গল কত ; কভু চুপি চুপি,
কভু শত রঙ্গভঙ্গে আমি বহুরূপী !

১৯

যাই-যাই-ওই নিশি পোহায়, পোহায় !
যাই তবে বঙ্গবাসি, বিদায়, বিদায় !
সকলি বিশ্বেতে হেথা জানিও নিশ্চয়,
অদ্ভুত মায়ার খেলা, ভোজবাজিময় !
দুঃখ কোথা ? দুঃখ কোথা ? স্বপ্নের কল্পনা,
শোক, ব্যথা—কোথা ? কোথা ?—অকর্ম্ম-জল্পনা !

২০

দেখিছ না নীল, পীত, পাটল, শ্যামলে ?
এক রবি-কিরণের বরণের ধবলে !
এক মায়া-যবনিকা পলকে পলকে
ঝলকে ! বিশ্বের আঁখি মোহেতে চমকে !
পোহাইল চৈত্র নিশি !—বিদায়, বিদায় !—
পূরবে চাহিয়া দেখ কি উজ্জ্বল ভায় !

পিসীমার 'সীতেভোগ'

[পূজনীয়া পিসীমাতা-ঠাকুরাণী কতকগুলি 'সীতেভোগ' স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া আমার জন্ম পাঠাইয়াছিলেন। এই কবিতাটি ভক্তি-উপহার-স্বরূপ তাঁহার করকমলে অর্পিত হইল।]

পিসীমার 'সীতেভোগ', দেবতা-বাঞ্ছিত!
কোথা লাগে টস্‌টসে, সুধারসে সতত সরস,
আনারস! কোথা লাগে ঢলঢল পিয়াল, পনস্!
মধুর মধুর যেন পদ্মমধু ভ্রমর-বঞ্চিত!
কনকিত পাকা আম, নিদাঘের সোহাগে রঞ্জিত,
কোথা লাগে! আহা যেন অন্নপূর্ণা-হস্তের পায়স!
মধুর মধুর, যেন কমলা লেবুর সুধারস!
মধুর মধুর, যেন সুধাবিন্দু সুধাংশু-ক্ষরিত।
কারে দিব, কারে দিব হেন দ্রব্য, সুন্দর, রসাল?
দেহের মন্দিরে আছে মহাশঙ্খ: তারে জাগাইনু।
দীপ জ্বালি, কাঁসি ঘণ্টা বাজাইনু! আনন্দে ডাকিনু—
'জাগ, জাগ নন্দলাল! জাগ জাগ নেড়ুয়া গোপাল।'
হের দেখ, হাসে শিশু, ভোগ্য বস্তু সাপটি' শ্রীকরে,
কি উৎসব! চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি! লাজমুষ্টি ঝরে!

লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবন

নহে এ মচ্ছি-ভবন; সুধু তার ছায়া,
যে অদ্ভুত সৌধ এবে আছে বিদ্যমান,—
জানি না কেমন ছিল সে বিপুল কায়া,
ছায়া যার এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সুমহান!
যেন কোন মহাদৈত্য, আহবে জিনিয়া,
খুলিয়া রেখেছে ক্লান্ত ভীম শিরস্ত্রাণ!

যেন কোন মহাদম্ভ, সর্ব্বস্ব গ্রাসিয়া,
ব্যোম-মার্গে আছে করি বিকট ব্যাদান !
হে ভীষণ সৌম্য-মূর্ত্তি ! বিরাট-আকৃতি !
সঙ্কোচিয়া সর্ব্ব অঙ্গ, নিস্পন্দ-নয়নে,
ভাবমুগ্ধ, একদৃষ্টে, চাহি তব পানে,
বিস্ময় ধরেছে হেথা পাষাণ-মূরতি !
চঞ্চলা বিস্ময়-কন্যা, পথ হারাইয়া
সুড়ঙ্গ-রহস্যে তব বেড়ায় ছুটিয়া ।

আয়ান

চক্ষুষ্মান—হে আয়ান !—তবু তুমি আঁধা ;
জড়পিণ্ড-প্রায় তুমি থাক চিরদিন !
দেখেও কি দেখনাক ? হইয়া স্বাধীন,
বিলাস-বিভ্রমে ভ্রমে কলঙ্কিনী রাধা !
বিপণি, অরণ্য, গোষ্ঠ, যমুনা-পুলিন
যথা তথা গতি তার, নাহি মানে বাধা ;
নিতি নিতি নববেশ !—চাহনি রঙ্গিন্ !
মোহিনী মায়ায় বুঝি বিশ্ব যাবে বাঁধা ?
কদম্ব শিহরি উঠে ; বাঁশরী ফুকারে ;
গোপ-গোপিনীর পদ পড়ে তালে তালে ;
সারা ব্রজ পড়ে ধরা কুহকের জালে ;
এ নাগরী নাগরালি, বুঝিতে কে পারে ?
হে আয়ান ! হে সাংখ্যের পুরুষ মহান্ !
রাধিকা-প্রকৃতি তোমা করেছে অজ্ঞান !

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী

১

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ওই রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে !
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ করি,
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝর্ঝরি

২

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা !
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি ;
এ যে সেই সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা।

৩

শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি,
এলায়ে দিয়াছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল ;
শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালা, অপরাজিতার মালা,
দু কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল !
নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি,
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী !
ন্যস্ত কেশরাশি হতে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে ;
কালোরূপ ফাটিয়া পড়িছে !
যাই বলিহারি !
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ?

অদ্ভুত পাগল

১

দেখ, দেখ, ওই শিশু আপনি পাগল,
চাহে দুষ্ট আমারেও করিতে পাগল।
মায়েরে, দিদিরে ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
কত দুঃখ অবসাদে, আমার পরাণ কাঁদে,
কাঙাল নয়ন মোর করে ছল ছল্‌,
ওর কিন্তু তায় হায়, কিবা বল এসে যায়?
ও শুধু আমারে হেরি হাসে খল্‌ খল্‌!
দেখ দেখ করি কোপ, টানে মোর দাড়ি-গোঁপ
বুকের উপরে বসি একি রসাতল!
শাখার দোলায় দুলি, ক্ষুদ্র শুভ্র বেলা গুলি,
সন্ধ্যারে নিরখি যথা করে ঢল ঢল,
পাগল শিশুটি দেখ হাসিছে কেবল!

২

দেখ, দেখ, ওই বধূ আপনি পাগল,
চাহে বধূ আমারেও করিতে পাগল!
গৃহকার্য্য সব ছাড়ি, মোরে হেরি তাড়াতাড়ি,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল।
বেণী পড়ে কটিতটে, মাটীতে অঞ্চল লোটে,
এক নেত্রে হাসি, আর আন নেত্রে জল!
পাগলের হাসি হেরি, হাসি কি রাখিতে পারি?
সে হাসি দেখিয়া বধূ হাসে খল্‌ খল্‌!
আমার টুপিটি নিয়ে, আপন মাথায় দিয়ে,
হাসিয়ে ঢলিয়ে পড়ে অদ্ভুত পাগল!
গলে মুক্তাহার গাঁথা, উষার কমল যথা,
তরুণ অরুণে হেরি করে ঢল ঢল,
হের দেখ পাগলিনী হাসিছে কেবল!

৩

দেখ, দেখ, ওই বুড়ী আপনি পাগল,
চাহে বুড়ী আমারেও করিতে পাগল।
আমি বসি নির্জ্জনেতে কহি কথা বধূ-সাথে;
বুড়ী কিন্তু হেসে সারা, বদনে অকল!
আছে বধূ দাঁড়াইয়া,— সহসা ঠেলিয়া দিয়া,
তাহারে আমার পানে, পলায় পাগল!
গৃহমাঝে দুইজনে, আছি মিষ্ট আলাপনে,
হের দেখ, দিল বুড়ী বাহিরে শিকল।
পিঠেতে মারিয়ে কিল্, হাসে দেখ খিল্ খিল্,
শাঁখা-পরা হাসে যেন অশনির বল!
ভাদ্রমাসে কাঁটাকোলে, কেয়াগুলি কুতূহলে,
হাসির তরঙ্গে যথা করে ঢল ঢল,
হের দেখ বুড়-দিদি হাসিছে কেবল।

৪

দেখ, দেখ, ওই বুড়া আপনি পাগল,
আমারেও চাহে বুঝি করিতে পাগল!
দূরে গেল বাঁধাহুঁকা, আমারে বানায়ে বোকা,
গলায় পরায়ে দিল বাহুর শিকল!
কত রঙ্গ জানে বুড়া! যেন শর্করের গুঁড়া,—
এ হেন প্রবীণে পেলে, নবীনে কি ফল?
বদন রদনহীন; তবু দেখ নিশিদিন,
মুকল হাসির ধ্বনি ছোটে অনর্গল।
চিত্তগৃহে দিয়ে চাবি, রেখেছিল মৃগনাভি,
ভুর্ ভুর্ গন্ধ তাই ছোটে অবিরল
হায় কিন্তু ওর নাতি, জাগিয়া সারাটি রাতি,
যৌবনেই নিঃসম্বল—হায়রে পাগল,
আমার দোসর এবে আমিই কেবল!

পারিজাত-গুচ্ছ

রবীন্দ্রবাবুর সনেট

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে!
আধেক নগন তনু বাকল-ভূষণে,
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী;
সলিলে কাঁপিছে শশী, চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরু গুরু করি!
নববলম্বিতা লতা বালিকা যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,
লাজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে
ঢল-ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন!
পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে!

'ভাই ফোঁটা'

*পাঁচ ভাই, তিন বোন, ছিনু মোরা সবে;
সুরপুরে গেছে চলি দুইটি ভগিনী;
তিনে এক, একে তিন, তাই তুই এবে,
মানময়ী, মানি, মানা, মেনা, সরোজিনী
দাদা তোর ভোলা কবি; যায় সে বিস্মরি,
তুই আমাদের ভগ্নী! তার চিত্তে জাগে,
হস্তে দীপ আশা তুই! তাই অনুরাগে,
তারে ঘিরি, করি মোরা, ছায়া ধরাধরি!
সুষুপ্তি ও জাগরণ মনুষ্য জীবন;
জাগরণে আশা তুই, স্বপনে ভগিনী!

দিবি ফোঁটা ? করে দেরে ললাট-মণ্ডন,
ভকতি-চন্দন-পাত্রে ডুবায়ে তর্জ্জনী !
যোয়া ছয় তার, মিশি হরি-হেম-তারে,
অপূর্ব্ব সেতার হয়ে বাজিব ঝঙ্কারে !

অগ্রহায়ণ

কাল-শুক্রাচার্য্য আসি বর্ষ-যযাতিরে
দিল শাপ ; অমনি সে নবীন যুবায়
সহসা আইল ভাটা যৌবন-জোয়ারে !
সহসা মধ্যাহ্ন-রবি হইল আঁধার !
কেশরাশি হয়ে গেল ধবল তুষার ;
আবক্ষ যে শ্মশ্রুরাজি ছিল সুশোভিত,
তুহিন-উপলে আহা হইল মণ্ডিত ;
ভ্রূযুগ হইল হায় ভস্মের অঙ্গার !
হে বুড়া, আমারি মত তুমিও যে ওই,
পরেছ গাঁ্যাদার মালা কুঞ্চিত গ্রীবায় ;
হে বুড়া, আমারি মত ম্লান-আভাময়ী
পাণ্ডুর চন্দ্রের টীকা ধরেছ মাথায় !
এস বন্ধু, এস এস ; কেঁদ না, কেঁদ না,
এ বিশ্বে তোমারি সুধু নহে এ লাঞ্ছনা !

পৌষ

আমিও তোমারি মত যৌবনে প্রবীণ ;
হাত পা দুরন্ত শীতে হয়েছে অসাড় ;
(উঃ ! কি শীত ! জ্বাল, জ্বাল অগ্নি ধরশান্ !)
ঘন কুজ্ঝটিকা লেগে আঁখি মোর ক্ষীণ !
জানুতে জানুতে মোর হয় ঠকাঠকি ;
(বন্ধ কর বাতায়ন ; অস্থি মোর কাঁপে !)

হইতেছে শিলাবৃষ্টি !—আর্ত্ত ক্রৌঞ্চ পাখী,
কাঁদিতেছে ইক্ষুক্ষেত্রে গভীর বিলাপে।
পরিয়ে পুষ্পের মালা, টীকা দিয়া ভালে,
সাধ যায় আমরাও নবযুবা সাজি !
কই হয় ? নারী চায়, আনি স্বর্ণথালে,
দি তাহারে উপহার স্ফুট পদ্মরাজি !
কোথা পাব ? বুড়া মোরা ; প্রাণের ভিতর,
কাঙাল দোপাটি ফোটে, তুষারে জর্জ্জর !

যশ

'কোথা যশ ? কোথা যশ ? কোথা যশ ?' বলি,
আতিপাতি খুঁজিলাম বিপুল বিপণি ;
অলি গলি ঘুরে ঘুরে, পথ গেনু ভুলি ;
ঝিকিমিকি গোধূলি !—হোল না বিকি কিনি !
বঞ্চক সমালোচক, তঞ্চক পশারি,
'যশ সোমরস' বলি দেয় ধেনো পানি ;
রঙ্গিন আহ্বানে ভুলি, যত নর নারী,
ভক্ষিছে গরলরাশি, বাখানি বাখানি !
দ্বার খোল, দ্বার খোল ; খাড়া হতে নারি—
ক্লান্ত, ঘুরে অবিশ্রান্ত, ভবের বাজারে !
হে মৃত্যু ! হে নিখালিস, যশের ব্যাপারি !
কেমনে জানিব তুমি আছ এক ধারে ?
জীবনের দীর্ঘ দিবা হোল অবসান !
দাও সোম, করি পান ;—লও মূল্য—প্রাণ !

ব্রজেন্দ্র ডাকাত

১

আমার এ কবিচিত্ত সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন ;
কবিতা-কালিন্দী তারে ছাদিয়াছে নীল চক্রাকারে !

বসন্ত উৎসব হেথা নিশিদিন ; অলির ঝঙ্কারে
মুখরিত পুলকিত নিশিদিন কুসুমকানন !
পূর্ণচন্দ্র হাসে হেথা নিশি নিশি প্লাবিয়া গগন ;
মনানন্দে শিখাবৃন্দ নিত্য হেথা কলাপ প্রসারে ;
বারমাস ফোটে হেথা পারিজাত, শ্রীহরিচন্দন ;
ভেসে যায় বনস্থলী কোকিলের আনন্দ-জোয়ারে !
ভাব-গোপীবৃন্দ হেথা সুখে করি হাত ধরাধরি,
গীতি-রাধিকার সাথে থাকে আহা লীলায় বিভোর !
নিত্য হেথা রাসোল্লাস ; হৃদি পাত্রে ভরপুর ভরি,
পিয়ে পিয়ে হয় সারা মাতোয়ারা নয়ন-চকোর !
উপমা-বিশাখা হাসে ; নৃত্য করে রাগিণী ললিতা ;
তরঙ্গের রঙ্গভরে নেচে উঠে যমুনা-কবিতা

২

লাবণ্যের কুঞ্জে কুঞ্জে, যৌবন তরঙ্গে ঢল ঢল,
ভাব-গোপীবৃন্দ সব, সুহাসিনী আহিরিণী নারী,
ভ্রমে সুখে ; রঙ্গ ভঙ্গে অঙ্গে নাচে চুনরী ও সাড়ি
ঝলকে ময়ুরকণ্ঠী শ্রীঅঙ্গের পরশে বিহ্বল ;
চমকে কনকহার কমকণ্ঠে, হরষে চঞ্চল !
দধি দুগ্ধ লয়ে শিরে, হের এরা যায় সারি সারি ;
দু নয়নে চমকিছে হের দেখ বিদ্যুৎ উজ্জ্বল ;
কেশ-মেঘে কি ভঙ্গিমা ! গরিমায় যাই বলিহারি
ছাড় ছাড়, হাত ছাড় ;—হে ব্রজেন্দ্র ! একি তব রঙ্গ
দিন নাই, রাত্তি নাই ; দুপুরেও অপূর্ব্ব ডাকাতি !
প্রেম-দুগ্ধ, প্রীতি-ননী বিচিত্র মাখম নানা ভাতি,
দিয়াছি দিয়াছি কত !—একি রীতি ললিত ত্রিভঙ্গ ?
কৃষ্ণার্পণ করিয়াছি এ জীবন ও রাঙা চরণে ;
কৃষ্ণধন বিনা আর নাই কিছু এ গোপী-সদনে !

অপূর্ব্ব নৈবেদ্য

শ্রীহরির প্রতি

ওগো অখিলের স্বামি! জানি আমি অতি অকিঞ্চন,
চিরদিন, চিরদিন গুণহীন, অধম পাতকী,—
ভরসা তোমার দয়া শুধু! রুক্ষ শেফালীর শাখী
হয় না কি প্রসূন-বৈভবময়, অপূর্ব্ব-শোভন,
হিল্লোলে হিল্লোলে আহা পূর্ণিমার তরল কাঞ্চন
পড়ে যবে তরুশিরে? হিমক্লিষ্ট কাননের পাখী
মাধবের সাড়া পেয়ে, সহকার-আড়ালেতে থাকি,
ঝঙ্কারিয়া উঠে না কি, আলাপিয়া বাসন্তী কূজন?
হে নাথ, যে অতি তুচ্ছ মৃত্তিকার চুলার উপরে
চুয়ায় গোলাপ-জল, তাও হয় সুরভি, সুন্দর,
পশে গোলাপের বাস যবে তার অন্তর অন্তরে,
উথলিয়া উঠে তার স্তরে স্তরে লাবণ্য-লহর!
হে অপূর্ব্ব গোলাপী-সৌরভ-উৎস!—আমি হীন মাটী,
তব স্পর্শে হর্ষে হব সুধাসিক্ত, অতি পরিপাটী!

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি

১

শুনিয়াছি,—বন হতে ধরি আনি বনের ময়না,
চতুর মানব তারে শিখাইতে মানবের ভাষা,
কত না প্রয়াস করে! বৃথা চেষ্টা হায়রে দুরাশা!
বন-পাখী গৃহকোণে ধায় ছুটি, প্রসারিয়া ডানা,
শিক্ষা পেতে নিতান্ত নারাজ! সে যতন, সে সাধনা,
দীক্ষা দিতে তারে, ঘোর বিড়ম্বনা! পাখী কর্ম্মনাশা,
গুরুর সে আকিঞ্চন, অনুযোগ, প্রীতি, ভালবাসা,
বোঝে না, শোনে না কিছু; পাখী ভাবে 'এ কি রে লাঞ্ছনা!'
পরাজিত গুরু শেষে, পাতে চুপে, কৌশলের জাল;
বৃহৎ আরসী আনি, রাখে ধীরে বিহগের পাশে—

হেরি নিজ প্রতিবিম্ব, নেচে উঠে উৎসাহে উল্লাসে,
প্রতারিত বন-পাখী !—দর্পণের পিছে, অন্তরাল
হইতে, শিখায় গুরু ! মুগ্ধ পাখী শিখে সেই গান ;
সে ভাবে, গাইছে আরসীর পাখী ! আনন্দে অজ্ঞান !

২

হে প্রভু ! হে মহাগুরু ! আমরাও পাখীর মতন,
শিক্ষা, দীক্ষা সকলই, মোহে পড়ি করি অবহেলা ;
তাই তুমি হে চতুর ! চুপে আন অদ্ভুত দর্পণ !—
হে কৌশলি ! হে মায়াবি ! কে বুঝিবে তোমার এ খেলা
নরদেহ-দর্পণের অন্তরালে, গৌরাঙ্গ সাজিয়া,
কভু সাজি যিশুখ্রীষ্ট, কভু সাজি গোকুলবিহারী,
আমা সবে শিখাইতে দেবভাষা—যাই বলিহারী !—
কতই প্রয়াসী তুমি ! শিখি মোরা আনন্দে মাতিয়া !
মাতোয়ারা, প্রেমসুধা পান করি, দু বাহু তুলিয়া,
আরসীর প্রতিবিম্বে হেরি আহা নিজের মূরতি,
হই মোরা মন্ত্রমুগ্ধ ! নেত্রে ভায় দেবতার জ্যোতিঃ ;
তোমার শকতি-স্পর্শে, হর্ষে নাচি, গাহিয়া গাহিয়া !
কে শিখিত দেব ভাষা, মহাকবি ! তুমি না শিখালে ?
কে নাচিত দেব-নৃত্য, নটবর ! তুমি না নাচালে ?

মা

তবু ভরিল না চিত্ত ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিনু পুলকে,
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্য-বাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;

'জয় বিশ্বেশ্বর' বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বয়গুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ! সর্ব্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার !

সাবিত্রী

[আমার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এই কবিতাটি আমার মাতাঠাকুরাণীর পদপদ্মে উপহার-স্বরূপ অর্পিত হইল।]

গেল রাত্রি, এল দিবা ; কি বিচিত্র বিভা
(অন্ধ আমি) মম চক্ষে ধীরে এল নামি !
—হে সাবিত্রি, তব নাম বঙ্গের বিধবা,
হে বিধবা, সত্যবান তোমারই স্বামী !
রাশ নাম ডাক নাম বিনাম-ধারিণী
হে সাবিত্রী পৌরাণিক, হে বঙ্গ-বিধবা,
হেরি তোমা, (অরণ্যেও তুমি রাজরাণী)
বৈভবের পদসেবা ইচ্ছা করে কেবা ?
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি ! নির্ম্মম অরাতি
কাল-ফণি, সত্যবানে করিল দংশন—
হে মৃত্যু, কর না স্পর্শ—ও কি শুধু স্মৃতি ?
ও কি শুধু একাদশী ব্রত-উদ্‌যাপন ?
হে কৃতান্ত, সরে যাও—সাবিত্রী সুন্দরী
স্বামি-দেহ বক্ষে করি জাগিছে শর্ব্বরী !

সধবা

['অশ্রুকণা' পাঠান্তে]

বিধবা সে ; আমি তারে ভাল করে চিনি ;—
সবে করে উলুধ্বনি, ছাল্‌না তলায়,
'এয়ো' সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাঁড়ায় ;
উৎসব ছাড়িয়া গৃহে চলিল রমণী !
পথে যেতে যেতে, এক অশোকের তলে,
চমকি থমকি বালা দাঁড়াইল ত্রাসে !
'হে সধবা, কোথা যাও ?' কে যেন রে বলে,
জ্যোৎস্নার আবছায়ে, মধুর সম্ভাষে !
জ্যোৎস্না কহিল রঙ্গে শ্রীঅঙ্গ জড়ায়ে,
'চল্‌ আলি, আমি তোর বারানসী চেলি',
আঁধার কহিল যত্নে, চরণে লুটায়ে,
'আমি ওই চেলির অঞ্চল ঝিলিমিলি !'
অশোক পড়িল ঝরি সীমন্ত-উপরি ;
বাসর জাগিতে হর্ষে ফিরিল সুন্দরী

দ্রৌপদী

[Tyndall, Huxley, Spencer, Darwin—
প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠান্তে]

হে প্রকৃতি ! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তব নব নব শোভা চর্ম্মচক্ষে ভায় !
হে দ্রৌপদি ! যত তোমা উঘারি উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, সাটী বেড়ে যায় !
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
অনন্ত সাটীতে ঘেরা, অদ্ভুত ঘাঘরি !

প্রকৃতি সতীর যাহা লজ্জা-নিবারণ,
অম্বরীকে, চুপে চুপে, যোগান শ্রীহরি !
ক্ষম দেবি ! অপরাধ, বিশ্বের জননি !
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক অজ্ঞান ;
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত !—তপ্ত রক্ত পান
করুক নৈরাশ্য-ভীম, করি জয়ধ্বনি ।
মোরা যত কুলাঙ্গার, নির্ব্বাক্ নীরবে,
সভামাঝে, অধোমুখে, বসে আছি সবে !

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি

১

এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে ?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে !
হেন স্বর্ণবীণা নাহি রে নিখিলে,—
সুধা-ভরা, ক্ষুধা-হরা !
উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, উছলিছে সুর,
আনন্দ-ঝরণা চরণ-নূপুর !
পরশে শিহরে ধরা !

২

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ;
উর্ব্বশীর যেন বীণা বিমোহিনী !
সৌন্দর্য্য-নন্দনে সুধা-প্রবাহিণী,
লীলায় উছলে চলে !
এ যেন, গোলাপে শিশির পতন !
পূর্ণিমা রাতির উজল কিরণ !
শেফালীর যেন নিশান্ত-স্বপন,
সৌরভ-হিল্লোল ছলে !

৩

ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা !
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা !
প্রতিভা তোমার অনল-পরীক্ষা
দিয়া, আজি দীপ্তিময়ী !
সীতা-সতী-সমা হাসে বরাননী
অনলের ক্রোড়ে !—কাঞ্চন-বরণী
কাঞ্চনের সমা !—সূর্য্যকান্ত মণি,
তেজে যেন বিশ্বজয়ী !

৪

বহুদিন ছিল অহল্যা পাষাণী,
রামচন্দ্র আসি চরণ দুখানি
রাখিলা যেমতি, হাসি ঋষিরাণী
চমকিলা নিদ্রাভঙ্গে !
পাষাণের সম ছিল যেন জড়
এই বঙ্গভাষা !—বহু দিন পর,
তোমার পরশে ! কাঁপি থর থর—
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে !

৫

ভাগবতে যার অপূর্ব্ব ভারতী,
ত্রিবক্রা কুবুজা পাইল যেমতি
অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব অদগতি,
গোবিন্দের আগমনে !—
ওহে যাদুকর, তেমতি, তেমতি,
শ্রীহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি,—
কুবুজা হয়েছে অতি রূপবতী,
তব কর-পরশনে !

৬

পূর্ব্বকালে যথা, সঙ্গীতে, সঙ্গীতে,
সৌধময়ী টয়, উরি আচম্বিতে,
রাজিল সহসা, কিরণ-রাজিতে
উষা যথা হিরণ্ময়ী !—
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে,
স্বর্ণ-হর্ম্ম্যময়ী, হাসিতে হাসিতে,
এ কোন্ অলকা ভাতিল প্রাচীতে,
কিরণে কিরণময়ী ?

৭

পূর্ব্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে,
কল্লোল, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ-ভঙ্গে,
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ-সঙ্গে,
এসেছিলা মন্দাকিনী,
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে,
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে !
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে,
কল কল প্রবাহিণী !

৮

এ জাহ্নবীতটে এক গো নেহারি ?
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি,—
যেন হাস্যময়ী, রূপময়ী নারী,
নব হরিদ্বার কাশী !
সদা লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে
পড়ে স্বধানদী অতুল বিক্রমে,
ক্ষীর সাগরের পবিত্র সঙ্গমে,—
হাসিয়া ফেলিল হাসি !

৯

বাণীবর পুত্র! সুধামকরন্দ,
বিভোর হইয়ে, বাণীবক্ষে পিয়ে,
মৃতসঞ্জীবনী, আনন্দের কন্দ,
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি!
ভগবানে তাই করিয়া আহ্বান,
তাই এ প্রার্থনা হয়ে আয়ুষ্মান্‌,
থাক জননীর দুলাল সন্তান,
কিরণ-ছটায় বালার্ক-সমান,
উজলিয়া বঙ্গভূমি!

কবির জন্ম

[গোবিন্দবাবুর 'কুঙ্কুম'-কাব্য পাঠ করিয়া]

অহো মাদকতা ঘোর! খাইয়ে আঙ্গুর
কুঙ্কুমের নেশায় হইনু চুর চুর!
জড়াইতে গেল বাণী, জড়াইয়ে গেল
দুই চক্ষু; ধীরে নিদ্রা আসি দেখা দিল;
সুপ্ত আত্মা, কাব্য-মদ-নেশায় আতুর,
দেখিল অদ্ভুত স্বপ্ন, মধুর মধুর!
কারণ-সমুদ্র-তটে বিরিঞ্চি বসিয়া
পদ্মাসনে প্রাণিবৃন্দ সৃজিয়া সৃজিয়া
যেন কিছু শ্রান্ত—তবু নাই পরিত্রাণ;
হে নিয়তি, রাজা তুমি, তুমিই মহান্‌!
নিম ও নিসিন্দা আর ক্ষিপ্ত ভালকুত্তার রুধিরে
সৃজিলা সমালোচক ভাসি ধাতা নয়নের নীরে!
মুড়ো নটে গাছে মরি আম্রশাখা জোড়াতাড়া দিয়া
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে novelist ফেলিলা সৃজিয়া!

আলুনি কলার ডালে পোড়া ভাত মাখিয়া চুষিয়া
স্বজিলেন বঙ্গ Punch রসোরাজে হাসিয়া হাসিয়া !
কাক ও অম্বুক-পিত্তে উকিল স্বজিয়া চতুর্ম্মুখে
আদিদেব গাইলেন অম্ল-মধু সুখ ও অসুখ !
জাঁতা দিয়া চূর্ণ করি কপোতের ক্ষুদ্র দেহখানি,
হংসপুচ্ছ কাণে গোঁজা স্বজিলেন বঙ্গের কেরাণী !
মনু পৈতা বংশ-কঞ্চি, জড়াইয়া মোরগের ঠ্যাঙে !
স্বজিলেন বঙ্গ-আর্য্য—মচকায় তবু নাই ভাঙ্গে !
লইয়া সারীর গ্রীবা শুকজিহ্বা মেষের পরাণ,
বঙ্গের ম্যাট্রিসিনি ধাতা স্বজিলেন, বিচিত্র মহান্ !
চীৎকারের ভাণ্ডে দিয়া অপরূপ অঙ্গার মশালা,
বাঙ্গালীর মহাকবি, কবিবর বিধাতা স্বজিলা !
চতুর্ম্মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বদিকে বিরিঞ্চি আবার,
স্বজিলেন অন্য-স্বষ্টি বিচিত্র সে স্বষ্টির ব্যাপার !
একমুষ্টি তুষানল, আন্ মুষ্টি আতপ তণ্ডুল
লইয়া স্বজিলা ধাতা বঙ্গগৃহে বিধবা অতুল !
লইয়া মাকাল-ফল লবণাক্ত জলধির নীর
স্বজিলা অপূর্ব্ব দেহ হতভাগ্য কুলীন পত্নীর।

তারপর আদিদেব সুখে দুঃখে ম্রিয়মান প্রাণে
স্বজিতে কবির আত্মা ক্ষণকাল বসিলেন ধ্যানে।
হেরিয়া সে মহাধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডের কত শ্রেষ্ঠ প্রাণী
আইল সে মহাতীর্থে, নতচক্ষে, যুগ্ম করি পাণি !
রাধা আসি ঢালি দিল চির-প্রেম চির-অভিমান ;
জানকী ঢালিয়া দিল অশ্রুময় চিরদুঃখী প্রাণ ;
বসন্তের পুষ্পরাশি ঢালি দিল অনঙ্গ-অঙ্গনা ;
পূর্ণচন্দ্র ঢালি দিল শারদীয় ব্যাকুল জ্যোৎস্না ;
ঊষা দিল অরুণাক্ত অপরূপ প্রসূনের ডালি ;
যামিনী আঁধারপুঞ্জ রাশি রাশি আনি দিল ঢালি ;

অর্পিল মেনকারাণী মাতৃপ্রেম হাসিয়া কাঁদিয়া,
অর্পিল লক্ষ্মণদেব ভ্রাতৃপ্রেম হাসিয়া হাসিয়া—
অর্পিলেন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মচর্য্য চিরজন্মার্জ্জিত,
বিচিত্র নৈবেদ্যরাশি হেরি ব্রহ্মা হইল স্তম্ভিত!
লয়ে সেই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না পুণ্য রাশি রাশি
সৃজিলা কবির আত্মা অপূর্ব্ব সে সৃষ্টি অবিনাশী।

হে কবি! তোমার তাই এক চক্ষে হাসিরাশি
আন্ চক্ষে জল!
হৃদয়ের এক কোণে অভিমান, অন্য কোণে
মিনতি কেবল!
প্রকৃত সাবিত্রী-তেজ এক হস্তে অন্য কর
শিশু সম ক্ষীণ!
কেহ তোমা দেব ভাবি করে পূজা, কেহ ভাবে
চণ্ডাল শ্রীহীন!
আজি যদি ক্রুশ দিয়া, বিঁধে ক্রূর বিশ্ববাসী
তোমার হৃদয়,
হে কবি, কালি গো পাবে মন্দারের মালা, তুমি
জানিহ নিশ্চয়।

অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল

দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ

১

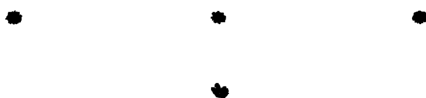
দ্বিপ্রহর দিবা যবে, দাসী আসি, হাসি মৃদুহাসি,
কহিল 'হয়েছে কন্যা' !—আমি সেই সংবাদ পাইয়া,
ফুল্ল মুখে ফুল্ল বুকে, কহিলাম আনন্দে গলিয়া,—
'বাজাও, বাজাও শঙ্খ' ! কিন্তু মোর মুখ চাপি আসি,
ডাইনী কু-রীতি কহে—'এ কি ভ্রান্তি ! হে কবি সাবাসি !
পুত্র হলে শাঁক বাজে ; কন্যা হলো, শাঁক বাজাইয়া
কেন ডাক অমঙ্গলে ?'—রাক্ষসীর সে কথা শুনিয়া,
হইলাম লজ্জা-মৌন, অধোমুখে নেত্রজলে ভাসি !
এ কি কথা ! হায় হায়, এ কি ঘোর সর্ব্বনাশী প্রথা !
বরপ্রার্থি হে বাঙ্গালি ! আজি তুমি করিছ অর্চ্চনা
সুপক্ক ফলের অর্ঘ্যে, দীপ জ্বালি ! সব বিড়ম্বনা !
প্রবঞ্চক ! দেবতারে ঠকাইবে ? এ কি মাদকতা !
বৃথা এ গুগ্‌গুল ধূপ ;—রক্ষাকালী হবেন কি রাজি ?
হে প্রমত্ত ! চরণে ঠেলেছ তুমি কুসুমের সাজি !

*　　　*　　　*

২

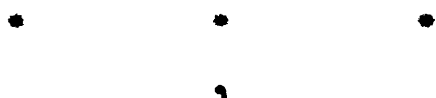
হে কবিতা কুহকিনি, রাখ মান, করি এ মিনতি।
ধর আজি, ধর আজি, শঙ্খ-বেশ, কুন্দেন্দু-ধবল ;—
ধ্যানে বন্দি পাঞ্চজন্যে, মাধবের শঙ্খ সমুজ্জ্বল,
বর্ণে শ্বেত শতদল ; বিশ্বজয়ী অপূর্ব্ব-মূরতি।
দেবদত্ত ধনঞ্জয় ; পৌণ্ড্র যার বিরাট ভারতী
ভেদ করে দশদিশি, ভীমনাদি সু-ঘোষ বিমল,
অপূর্ব্ব মণিপুষ্পক, প্রভা যার জলে জল্ জল্,—
পাণ্ডবের পঞ্চ শঙ্খে পুণ্যবতি ! কর রে প্রণতি।
লভি শুভ আশীর্ব্বাদ, হয়ে পুষ্ট বিরাট বিপুল,
রে অতুল শঙ্খ মোর, নিনাদিয়া অমোঘ হুঙ্কারে,

বল্ বল্ উচ্চ কণ্ঠে বাঙ্গালীর প্রতি দ্বারে দ্বারে।
'মোর নাম দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ!' আমার তুমুল
বিশ্বব্যাপী মহাশব্দ পশি আজি বাঙ্গালীর কাণে,
লজ্জা ঘৃণা জাগাইতে নারিবে কি ও অসাড় প্রাণে?



৬

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা! ধিক! ধিক! অধম বাঙ্গালি,
তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ভস্মে ঘৃত! কি অন্ধ নয়ন!
পুত্র হলে শাঁক বাজে! কন্যা হলে আঁধার ভবন।
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চুণ কালি।
প্রকৃতি-রাধারে এত অবহেলা? তাই বনমালী
চির তরে চির তরে ত্যজেছেন বঙ্গ-বৃন্দাবন।
গৌরীরে দিয়াছ ফাঁকি! রক্ষা নাই, উলঙ্গ নর্ত্তন
এ কি ঘোর! হের হের রণরঙ্গে নাচে মহাকালী!
সতীরে করেছ তুমি অপমান, অবোধ বাঙ্গালি!
এ নূতন দক্ষযজ্ঞে তাই আজি তাণ্ডবি নাচিছে,
ভূত প্রেত, উলঙ্গিনী মুক্তকেশী ভৈরবী করালী,
হি হি করি অট্টহাস্যে চীৎকারিয়া বদন ব্যাদিছে!
ছাগমুণ্ড হইয়াছে যজ্ঞ শেষ! এ বঙ্গ সংহারি,
কি দেবত্ব? সংহর সংহর ক্রোধ, দেব ত্রিপুরারি!



৭

মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতারূপিনী,
নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য্য-আধার!
নারীর মাহাত্ম্য মূঢ়! বুঝিলে না, তাই হাহাকার
আজি বঙ্গে গৃহে গৃহে। বিধাতার মানস-মোহিনী
যে কবিতা, হে পুরুষ! তুমি তার শব্দ মাত্র সার;
অক্ষরের শ্রেণী তুমি, নারী তার তাল ও রাগিনী!

যে নিশায় অঙ্গে অঙ্গে উছলয়ে অসীম সুষমা,
হে পুরুষ! তুমি তার কুন্তলের ঘোর অন্ধকার!
নারী তার তারা রত্ন, ছায়াপথ শোভা নিরুপমা!
রজনীগন্ধার হাস, শেফালির আনন্দ-সম্ভার!
নারী তার—শান্তি, নিদ্রা, ঝিল্লীময়ী নূপুর-শিঞ্জিনী!
নারী তার পৌর্ণমাসী, জ্যোৎস্না-বন্যা, বিশ্ব-বিপ্লাবিনী!

* * *

১০

মোর নাম 'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ,' তুষার-ধবল;
কবি-চিত্ত-জলধি-মন্থনে আমি হয়েছি বাহির!
সেই অন্তরের সুরে,—কাণ পাতি, প্রাণ করি স্থির,
(শোন সবে!) সোঁ সোঁ রবে, মনোহর, মৃদু কলকল,
বাহিরিছে নিরন্তর, ভেদি মোর রজত-শরীর!
ক্ষীরসাগরের আমি মহারত্ন, উদার, উজ্জ্বল,
সোদরা ভগিনী মোর জল্ জল্ মুকুতা রুচির;
লক্ষ্মী-ঝাঁপি-মাঝে ছিনু, চমকিয়া জলধির তল!
আমি আজি, দুহিতা-জনম-দিনে, বাজিব সুস্বরে;
তোমরাও কর সবে 'জয় জয়,' মাঙ্গলিক রবে!
কর সবে উলুধ্বনি! জাগাইয়া আনন্দ-উৎসবে,
কলকণ্ঠ হাসি-পাখী, হৃদয়ের নিকুঞ্জ সুন্দরে!
'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ' বাজিতেছি আমি মহারোলে,—
হিল্লোলিত হোক্ বিশ্ব, দিশি দিশি আনন্দ-কল্লোলে।

শিশুর স্তন্যপান

১

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজন করে
দেখ দেখি ভাল করে,
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা !
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হল ভারি,
খর্ব্ব-গর্ব্ব হয়ে গেল সর্ব্ব-কবি-মহিমা !

২

'ওই দেখ প্রজাপতি বসে আছে কুসুমে—
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া,
আত্মহারা, দিশেহারা,
চক্ষু বুজে, করবীর মুখ চুমে নিঝুমে !
কারো ঠাঞি, কোনো ঠাঞি,
ইহার তুলনা নাই ;
কে পারে দেখাতে এর উপমা নিখিল ভূমে ?'

৩

ও তুলনা মোর কাছে তুল না হে তুল না !
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য লাগি,
আমি গো সর্ব্বস্বত্যাগী ;
বিবাগী-বৈরাগী-সাথে কোরো না রে ছলনা !
রেখে তব রঙ্গ ছল,
দুই চক্ষে দিয়ে জল,
শুদ্ধ-অন্তঃপুরে গিয়ে দেখে এস সুষমা !
শুক্রতারা ক্রোড়ে লয়ে বসে আসে চন্দ্রমা !

৪

চুপ্‌! চুপ্‌! চুপে এসে, ঐখানে থাক বসে,—
জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে ;
গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত সৌরভে !
অনুপম, অপরূপ ! দেখিছ না ? চুপ্‌! চুপ্‌!
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে !
এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি,
চক্ষু বুজি !—ভৃঙ্গ যেন কমলের আসবে !
ফুল্ল বুক !—রাজা যেন বৈভবের গরবে !
আত্মহারা !—প্রজাপতি যেন পুষ্প-পরভে !
তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক বসে—
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে !—
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পুরবে !

৫

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজন করে,
দেখ দেখি ভাল করে
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা !
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হল ভারি,
খর্ব্ব-গর্ব্ব হয়ে গেল সর্ব্ব-কবি-মহিমা !

নাগা-সন্ন্যাসী

১

রুকে অঙ্গ মুড়ি দিয়া, আও-সঙ্ বানাইয়া,
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী ?
নগ্নদেহে কুতূহলে, পরমহংসের দলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি ;—
তৃপ্ত হয় মোর ছুটি আঁখি উপাসী !
কি কব দুঃখের কথা, খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি-বিলাসী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী ?

২

বসন্তে ধরার প্রেম হয়ে উল্লাসী,
ফুটে উঠে ফুল হয়ে, সুখে উচ্ছাসি !
সেই সে গোলাপ ফুলে, উষারাণী পরে চুলে ;
গোলাপের মুখে আর ধরে না হাসি !
—তেমতি তুইও মোর নাগা-সন্ন্যাসী।
সোহাগে হয়ে আকুল, প্রভাতে গোলাপ ফুল,
শিশিরেতে ঢল-ঢল, কহে সম্ভাষি,—
'পাখী পুষ্প লতারাজি, যে যেখানে আছ আছি
আমার হাসির ভাগী হও সে আসি।'
এত বলি ঢুলে পড়ে, নিজেরি রূপের ভরে,
পলে পলে রাগ-ভরা দল বিকশি।
অলি এসে পড়ে ছুটে, পাপিয়া গাহিয়া উঠে,
অমনি পড়ে গো মোর নয়নে ফাঁশি !
তুইও গোলাপ ফুল নাগা-সন্ন্যাসী।
উষার অরুণ-ভালে, সন্ধ্যার নীরদ-জালে,
ইন্দ্রধনু মেঘমালে, কত ভণাসি,

আঁখি মোর দিশে হারা, খুঁজে খুঁজে হল সারা,—
গোলাপের জোড়া পেতে বৃথা প্রয়াসী।
গৃহে ফিরি এল শেষে আঁখি প্রবাসী!
হেরিয়াছি আঁখি চিরে, উঘারি উঘারি ধীরে,
ময়ূরের বর্হরাশি! এত তপাসি,
তবু আঁখি রয়ে গেল মোর পিপাসী!
কোন ঠাঁই, কারো ঠাঁই, সে গোলাপী রাগ নাই;
রূপ-পূজা-পুরোহিত, আমি উদাসী,
হার মেনে গেছি আমি, করে নীকাশি!
কি কব হাসির কথা? সৃষ্টি-ছাড়া বাতুলতা!
হেন ফুল গৃহে আনি রুচি-বিলাসী।
সে গোলাপী কলেবরে রঞ্জিত রে থরে থরে!
অপরূপ চিত্রকর, যশ-প্রত্যাশী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৩

সীমা কোথা মাধুরীর? মুক্তকেশী যামিনীর
উথলিয়া পড়ে, দেখ, জ্যোৎস্না-হাসি!
এ হেন উজ্জ্বল রাতি! জ্বালি তবু মোমবাতি,
আনিয়ে রাখিল ছাদে ভোগ-বিলাসী?
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৪

রামপ্রসাদের গান—ভক্তি যেন মূর্ত্তিমান্!
—তার শেষে আরো দুটি কলি বিন্যাসি,
দিল কে রে রস? আচ্ছা রুচি প্রকাশি!
কমলা লেবুর রসে, হা অদৃষ্ট অবশেষে
চোটাগুড় দিল খোট্টা ভিজি-নিবাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

৫

গীত গোবিন্দের সঙ্গে— দিল রে গাঁথিয়ে রঙ্গে,
উড়িয়া ভাষার ছন্দ কোন্ দোভাষী ?
শিখিপুচ্ছ ছিঁড়ি হায়, সে গ্লানি সারিতে চায়,
মোরগ ফুলের গুচ্ছে মরি সাবাসি !
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী ?

৬

তুই রে ন্যাংটা ছেলে, ধূলি মেখে, হেসে খেলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি ;
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী !
কি কব দুঃখের কথা ! খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি-বিলাসী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী ?

রাণীর জোড় হাত

আমার মায়ের চক্ষে, এক কোণে হাসি-রাশি,
অন্য কোণে নয়নের লোর,
কহিলেন মোরে ডাকি— ঘোর কলি উপস্থিত ;
মেয়ের আক্কেল দেখ্ তোর !
'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' বলে, পয়সা নেয় কত ছলে,
চুমো খায় জড়াইয়া গলা,
দাসীরে পাঠায়ে দিয়ে, সন্দেশ আনায়ে এই,
খায় দেখ একেলা একেলা !
'এই দেখ্ মজা দেখ্' এত বলি হাত পাতি
মা আমার কহিলা রাণীরে,
'আমারে সন্দেশ দাও'— রাণী কিন্তু আধ-খানা
আপনার গালে দিল পুরে।

বাকি আধ-খানা নিয়ে, গলা মোর জড়াইয়ে,
মোরে রাণী দিল খাওয়াইয়ে !
রাণীর ঠাকুমা কন্— 'ঘোর কলি উপস্থিত,
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে !'
এত বলি গৃহকর্ত্রী, কচি কচি হাত ধরি,
কহিলেন রাণীরে শাসায়ে,
'আমি বুঝি পর তোর ? দুখে দাঁতগুলি সব
নোড়া দিয়ে দিব রে ভাঙ্গিয়ে।'
ঠাকুমার তিরস্কার বুঝিতে পারিয়ে রাণী,
টানি লয়ে কচি হাত দুটি,
জোড় হাত করি আহা ! দাঁড়ায়ে ঠাকুমা কাছে
কহে রাণী 'ঝুঠ পাঁওরুটি !
শিশুর সে জোড় হাত, কৌশল কথায় ছল,
নিরখিয়া কাকারা হাসিল ;
সতত-দয়ার্দ্র-চিত্ত, সরোজিনী পিসী তার,
কি ভাবিয়া নীরবে কাঁদিল।
এক পাশে ছিল বসি, রাণীর জননী তথা,
—বধূ মোর—হেমন্তকুমারী,
অমঙ্গল ভাবি হায়, তাহারও নেত্রকোণে,
দেখা দিল দুই বিন্দু বারি !
রাণীর ঠাকুমা তবে, 'সাট্ সাট্' বলি আহা,
রাণীরে তুলিয়া নিল কোলে !
কতই সোহাগ-ভরে, কতই আদর করে,
চুমিলেন বদন-কমলে।
সুধাইলা 'বল রাণী, কোন্ সে আবাগি মাগি
জোড় হাত দিল শিখাইয়া ?
বাঁজা হয়ে চিরকাল, আছে বুঝি ঘরে বসি ?
দয়ামায়া গিয়াছে ভুলিয়া !'

হে পাঠক হে পাঠিকা, হেস না ব্যঙ্গের হাসি,
দরিদ্রের ঘরের কথায়!
শিশু যদি ঢেলা মারে, লাগেনা গো সে প্রহারে—
জোড় হাতে বুক ফেটে যায়!—

গোলাপ-গুচ্ছ

প্রথম চুম্বন

১

না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি,
প্রথম চুম্বন !
কুহরিয়া উঠে পিক,
শিহরিয়া উঠে দিক্,
ভরে যায় ফল-ফুলে শ্যামল যৌবন ;
বনতুলসীর গন্ধে,
বায়ু হয় মাতোয়ারা ;
বিটপির গায়ে গায়ে চাঁদের কিরণ !

২

অজানা সুরভি ঘ্রাণে,
কি জানি কি জাগে প্রাণে,
কোকিলা ঝঙ্কার ছাড়ে মাতায়ে ভুবন !
কি জানি কি মেঘ হেরি,
চঞ্চলা ময়ূরী নাচে,—
আবেশে প্যাখম তুলি অঙ্গের দোলন !
অজানা সুরভি ঘ্রাণে,
কি জানি কি বাজে প্রাণে,—
আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন !

৩

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে ?
অধরের ফাঁক দিয়া,
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া,
দম্পতীর শয্যার আগারে !
রঙ্গিন্ বাবুনীস্ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে !
কে রে এ চতুর কারিগর ?

দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল !
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর ?
কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণ খানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর !

৪

নব বক্ষে নব সুখ,
নব ধর্ম্ম, নব যুগ,
নব শশী হেসে সারা প্লাবিয়া ভুবন !
জ্যোৎস্নার আবছায়ে যৌবন-নেশার ঝোঁকে,
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন !

ভালবাসার জয়

বৃথা ও ঘৃণার হাসি, বৃথা ও কথার ছল ;
রবির কিরণ আমি, তুমি মালঞ্চের ফুল !
বৃথা তব উপহাস, শাণিত কথার শূল ;
রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যাম দূর্ব্বাদল !
জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে,
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময় ?
জান না কি প্রজাপতি সেই পুষ্পে বসে উড়ে,
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো সুবর্ণময় ?
আমার সোহাগকুঞ্জে বসিয়া বসিয়া তুমি,
ভুলে গিয়ে ঘৃণা হাসি, কণ্ঠমণি হবে ধনি !
জান না কি, ভালবাসা ধরার পরশমণি ?
ঘৃণার নিজস্ব হরে দিবানিশি চুমি চুমি !
আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও ঘৃণা-হাসি ;—
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা-আপনি আসি !

বঙ্গ-বধূ

আজি কত হাসি-খুসি ! আমার বদনে
এত চাও, তবু যেন নাহি উঠে মন !
সেই বালিকার কথা নাহি কি স্মরণে,
থমকি চমকি সেই মুদিত নয়ন ?
আগে কত কাঁদাকাঁদি ! কত সাধাসাধি !
পড়িলে দীপের ছায়া উঠিতে শিহরি !
আজি শুধু হাসাহাসি ! গলে বাঁধাবাঁধি !
প্রদীপ জ্বালিয়ে কাটে সারা বিভাবরী !
দুপুরে যে কলিগুলি (চাও আঁখি মেলি !)—
তুলি এনে, ভেবেছিনু ফুটিবে না আর,
শাখী-ছাড়া, পাখী-হারা, (একি চমৎকার !)—
সায়াহ্নে ফুটিয়া তারা হয়েছে চামেলি !
এমনি কি বৃন্তচ্যুত কুসুম-কলিকা,
স্বামী-গৃহে, ফুটে উঠে নবোঢ়া বালিকা !

তুমি

'কোথা তুমি ? কোথা তুমি ? কোথা তুমি ?' বলি,
জীবনের দীর্ঘ দিবা করি পর্য্যটন !
আমারি কণ্ঠেতে দোলে নব রত্নাবলী,
'কোথা হায়' বলি তবু করি অন্বেষণ !
কস্তুরি-সৌরভাকুল মৃগের মতন,
হে বাঞ্ছিত ! তোমা লাগি ছুটিয়া ছুটিয়া,
ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে, প্রদোষে ফিরিয়া,
হেরিলাম, গৃহে শোভে অমূল্য রতন !
এস, তোমা চিনিয়াছি শৈশব সঙ্গিনি ;
কূলে কূলে জলখেলা তোমাতে আমাতে,

ফুল-তোলা, তারা-গোণা, বাসন্তী নিশাতে,
ছাদেতে, চাঁদনি-রাতে শৈশব-কাহিনী!
এই সব স্মৃতি পুষ্প অঞ্চলেতে ভরি,
তুমি আছ দ্বারে বসি; আমি ঘুরে মরি!

মালিনী

খোঁপায় গোলাপ চাঁপা দিলাম বসায়ে;
গলে পরাইয়া দিনু মালতীর মালা;
সিঁথিটি অশোক পুষ্পে দিলাম সাজায়ে;
দু করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা।
উরস-কলস যুগে নাগেশ্বর-হার,
হেসে হেসে সযতনে দিলাম জড়ায়ে;
শ্রীভুজে গোলাপ পদ্ম দিলাম ধরায়ে;
কাঞ্চনের চন্দ্রহারে মরি কি বাহার!
দুইটি কদম্ব নিয়ে কর্ণে দিনু দুল—
তার পর, ধীরে ধীরে, থোকা-পুষ্প দিয়া,
সুন্দরীর চারু অঙ্গ দিনু সাজাইয়া,
লোচন-ভ্রমর-যুগে করিয়া আকুল!
আমার এ রূপতৃষ্ণা, হইয়ে মালিনী,
মালঞ্চের মধ্য-ভাগে বসিল ভামিনী!

সাঁজের-প্রদীপ

১

নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসী!
হোলো মোর শয্যালয়, কুমুদ-কহ্লারময়;
ছেয়ে গেল নিশিপদ্মে চিত্তের সরসী!

হের দেখ, হাসি হাসি, দিল মোর কাছে আসি,
একরাশি ফুলরাশি কল্পনা-রূপসী!
অধর্ম্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়,
হেরি সখি নিশিমুখে তব মুখশশী!

২

গৃহ-রাজত্বের চির-বিজয়ী অধীপ!
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য,
জয় জয় নারী তব সাঁঝের প্রদীপ!

৩

মধুনিশি—জ্যোৎস্নালোক—লালেলাল ফুটাশোক,
কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনি?
তাই ও ভালের টিপ্, তাই ও সাঁঝের দীপ,
আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী!
তুমি কি নিজের আঁখে, পরীদের ক্ষুদ্র কাঁখে,
হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকী-গাগরী?
হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নিশান্তে কি শুক্রতারা,
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহরী?

৪

নিশি ভোর হয় হয়,— তুমি সখি সে সময়,
আলোকে দাঁড়ায়েছিলে, করে ফুলসাজি!
শিবের পূজার তরে, শ্রদ্ধাভরে হর্ষভরে,
বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্ল ফুলরাজি।
হেরি ও ধরণ ধারা, জ্যোৎস্না হাসিয়ে সারা,
লুটায় চরণে তব, শেফালী-ছায়ায়!
চন্দ্র ডাকে 'আয় আয়!' জ্যোৎস্না আর কি যায়?
ঝাঁপাইয়া ক্রোড়ে তব, পশিল হিয়ায়!

৫

সহসা কৌস্তভমণি হাসিল হরষে !
সহসা ফুটিল পদ্ম মানস-সরসে !
সহসা 'উপমা' আসি, জ্যোতিশ্ছটা পরকাশি,
বরষিল ভাবরাশি, কবির মানসে !
লাবণ্য উথলে দেহে, ইন্দিরা পশিলা গেহে—
হাসিয়া উঠিল গেহ চরণ-পরশে !

অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর

১

একি মনোহর স্বর ! কণ্ঠস্বর একি ?
তমসা-তটিনী-তটে, কবির মানস-পটে,
ছন্দের ঝঙ্কারে নাচে কবিতা-নর্ত্তকী !
জ্ঞান হয়, কলতান, বুঝি কি ধরেছে গান,—
স্বরেতে মিলাতে স্বর, সাধ যায় সখি !
দূর বাঁশরীর তান, বিস্মৃত স্বপন-গান,
মনে পড়ে হিয়া মাঝে কত-কি কত-কি
জলযন্ত্রে দিয়ে দোলা রঙ্গিণী দামিনী-বালা,
ঢালি দিল সুধারাশি জুড়াতে চাতকী !

২

কি মধুর ওই তোর কণ্ঠস্বর সখি !
কি যাদু জড়ান তায় ! কি মধু মাখান হায় !
হবে ভরা নরনারী উঠিল পুলকি !
চিত্তবিরহিণী ধনী যেন রে নয়নমণি
পেয়ে ওই, রবে তোর দাঁড়াল থমকি !

৩

আবার আবার তুমি কথা কও সখি—
বিদেশে স্বজন-মুখ হেরিলে উদ্দাম সুখ
হয় যথা, দীপ্ত হর্ষ উঠিল ঝলকি !
চির-ভগ্ন মনোরথ, আশার সুসার পথ
হেরি যথা, অকস্মাৎ উঠে গো চমকি,
একি স্বর মনোহর ! আনন্দের কলেবর,
মঙ্গল-কলসী সম, উঠিল ছলকি' !

৪

একি সুধা কণ্ঠে তোর, মদন-বিহগি !
কোন পুষ্প-বিছানায়, শুইয়া মলয়-বায়,
আনিল সুরভি-শ্বাস, হইয়ে কুতকী ?
মুখরিত-অলিপুঞ্জে কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
ভ্রমিয়াছে সারাদিন বুঝি সে কুহকী ?
প্রাণমন হর্ষে ভোর, মূরছি পড়িছে মোর,—
আবার ও কণ্ঠস্বর ! একি মোহ ! একি !

৫

ধন্য স্বর ! জয় জয় ! কে যেন গো (বোধ হয়)
গীতগোবিন্দের শ্লোক উচ্চারিছে সখি !
অথবা সুকণ্ঠে গায় 'মদন-ভস্ম' অধ্যায় ;
নত-জানু সানু-শিরে অতনু কুহকী !
আম্রের মুকুল-ঘ্রাণে, কামের অমোঘ বাণে
অলিকুঞ্জ গুঞ্জরিল ! চাহিল চমকি
বনলক্ষ্মী : একি সুধা ! একি কণ্ঠ, সখি !

কবির প্রতি উপদেশ

১

তুমি কি ভেবেছ, বসি নিজ গৃহ-কোণে,
টবের কুসুমগুলি তুলি,
মন-সাধে, আনমনে, মুদ্রিত নয়নে,
কবিকুঞ্জে হইবে বুলবুলি ?
হে কবি, সে মূল কথা গিয়াছ কি ভুলে ?
যশ-সোমরস শুধু হয় বনফুলে।

২

তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ,
ভাঙা ভাঙা আধা আধা সুরে ?
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, সঘনে যমন
রূপ-ভারে ঢলে ঢলে পড়ে,
নয়ন কহিবে কথা, তবে সে বনিতা !
যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা !

৩

শুদ্ধ চিত্তে, কায়-মনে, কবিতা রচিবে
দূর করি চিত্তহারা খেদ—
কবি-প্রাণ-ধনুকেতে জ্যা-নির্ঘোষ হবে,
তবে গিয়া হবে লক্ষ্যভেদ।
ছুটিবে শব্দের তীর ভেদি তমোজাল,—
দ্রৌপদী পশিবে রঙ্গে হাতে স্বর্ণথাল !

৪

তোমার চিত্রশালায় থাকে যদি কবি,
দেব-দত্ত প্রতিভা-তূলিকা,
হও কবি, ক্ষতি নাই ; চন্দ্র, তারা, রবি,

ফল ফুল, তরু ও লতিকা,
নর-নারী-ময় এই বিশ্ব-রঙ্গভূমি,
আঁকিতে, সাজিতে পার ; কামরূপী তুমি ?

৫

তাহা যদি নাহি থাকে, বিয়োগিনী-ছন্দে
গাও যদি মিলনের গীত,
কালের সহিত তবে মিছামিছি দ্বন্দ্বে
কেন কর মরম ব্যথিত !
জান না যে পারিজাত শোভে দেব-গলে,
আরোহি দৈত্যের গলে ফণী হয়ে দোলে ?

৬

তব সুখে সুখী হয়ে, তব দুঃখে দুঃখী,
সংসার বলিবে বারংবার—
'হাসালে, কাঁদালে ; এ যে বিচিত্র কুহকী !
দেবতুল্য মূরতি ইহার ।'
লয়ে পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি,
কাল দৌবারিক, চুম্বি চরণ তোমার ।
খুলিবে তোমার লাগি অনন্তের দ্বার !

অদ্ভুত অভিসার

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত—নিকুঞ্জ-মোহনে ;—
অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী-যমুনা-সদনে !
গেল রাধা ; তবে ওই মন্থর গমনে
মঞ্জুল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি ?

আকুল দুকুল ; ম্লান কুন্তল, কাঁচলি ;
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে !
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া ! টানে তরুদল
লুঠিত অঞ্চল ধরি ! মুখ পদ্মোপরি
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি ;
বিহ্বলা মেখলা চুমে চরণের তল।
আগে আত্মা, পরে দেহ, যাইছে দুহার,
রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার !

দোলন চাঁপা

১

হে চির সুন্দর হরি ! উন্মীলি' নয়ন,
বন্দি' তব রাতুল চরণ,
মালঞ্চে পশিনু যবে আনন্দে মগন,
হেরিলাম সকলি মোহন !
যে ধারে ফিরাই আঁখি,— অমিয়ার ধারা ;
রঙ্গের বেদীর মাঝে শোভার ফোয়ারা !

২

কুন্তলে মোহন চাঁপা, সিঁথিতে রঞ্জন,
মুচকিয়া হাসে উষারাণী ;
পাণিতলে ফুটন্ত গোলাপ অতুলন !
আহা ! রাঙ্গা চরণ দুখানি
পুজিতে, শিউলি আর কামিনী ঝরিছে,—
কি সৌরভ ! যেন ধূপ গুগ্‌গুল জ্বলিছে !

৩

হেরিলাম, এক ধারে, হাসিছে ভালিয়া,—
সোহাগিনী বিলাতী কুসুম ;

প্রজাপতি-পাখা সম চারু সর্ব্বজয়া!
গৌরী-প্রেমে আনন্দে নিঝুম
হাসে শত রক্তজবা,— মৃদুল-সৌরভ,
শোভা পায় ক্রাস্‌শিস্‌সিয়া উদ্যান-গৌরব!

৪

নারীমাঝে রম্ভা যেন ফুটিছে চামেলী,—
নিজ গন্ধে নিজেই আকুল!
প্রগল্‌ভা ঝুমুকা হাসে করি রঙ্গকেলি,
ঊষা যেন পরিয়াছে দুল!
সারা রাত্রি যামিনীরে প্রদানি' আসব,
নিশিগন্ধা কান্তা এবে, তবু কি বৈভব!

৫

নব দুর্ব্বাদলোপরি ল্যাভেণ্ডার চাঁপা,
প্রৌঢ়া সম, অবাধে হাসিছে!
তীব্র গন্ধে, অলিবৃন্দ আলাভোলা, খ্যাপা,
গুঞ্জরিয়া, আনন্দে বসিছে
ঝাঁকে, ঝাঁকে, মধুপাত্রে; হরির চরণে
ভক্ত ভৃঙ্গ লিপ্ত যথা, ক্ষিপ্ত গুঞ্জরণে!

৬

মোহিনী অপরাজিতা হাসিছে সুহাসি,
চারিধারে নীলিমা প্রকাশি';
রূপ-গরিমায় ভোর, ফুল রাশি রাশি,
ঢলে পড়ে, লাবণ্য বিকাশি'!
এক পাশে তুই শুধু,— গন্ধ অতি মৃদু,
রে দোলন চাঁপা! কেন লুকাস ও মধু?

৭

শুভ্র বাস, শুভ্র দেহ! ও রূপের তুল
কোথা পাব, আহরি' উপমা?
বঙ্গ-গৃহে যেন বালবিধবা অতুল,
তপস্বিনী, দেবী নিরুপমা!
হাসি হাসি! অশ্রু যেন নয়নের কোণে,
বহে যায়, দিবা-নিশি, গোপনে, গোপনে।

৮

নিশাশেষে, তুই যেন পাণ্ডুর চন্দ্রমা,
সীতা যেন অশোকের বনে!
গোবিন্দ-বিরহ-ব্রত পালে যেন রমা,
মহাদুঃখে, বারুণী-ভবনে!
ম্লান প্রদীপের জ্যোতি সমাধি-উপরে,
তুই ফুল! হেরি তোরে অশ্রুবারি ঝরে!

৯

আঁধারে মাণিক তুই! যেন অলকায়
বিরহিনী যক্ষ-বিমোহিনী!
গৌরীশৃঙ্গে তুই যেন মগ্ন তপস্যায়,
উমারাণী, হিমাদ্রি-নন্দিনী!
ক্ষীণ আশা-জ্যোতি সম ঘোর নিরাশায়,
রে দোলন চাঁপা! তোর ও মুরতি ভায়!

১০

ঘোর কলুষিত চিত্তে অনুতাপ আসি,
হয় যথা ঈষৎ উদয়।
শ্মশান-বৈরাগ্য যেন— মুহূর্ত্তেক হাসি,
ভক্তি যথা হৃদি উজলয়!
সীতারে বিসর্জ্জি' যেন সোণার প্রতিমা!
শেষ-রাত্রে, মিটি মিটি দেয়ালি-গরিমা।

১১

নিকষে কনকরেখা, বহুল নিশায়
যেন ম্লান তারকার ভাতি!
চিরবিরহিণী, নাথে পাইয়া নিদ্রায়,
আনন্দে পোহায় যথা রাতি!
সারাদিন হো হো করি, কাটায়ে জীবন,
দিনান্তে, মুহূর্ত্তকাল হরি-সঙ্কীর্ত্তন!

এক থাল মিষ্টান্ন

১

সোদরা-সাদৃশি অয়ি, গীতিময়ী, প্রীতিময়ী,
আদরিণী শরৎকুমারী।
এক থাল এই তব, সুমধুর, অভিনব,
মিষ্টদ্রব্য—কি বিস্ময়কারী!
ও গুলি কি 'মতিচুর'? কোথা লাগে কোহিনুর!
'পুরকান্তি', হেমকান্তি-হারা;
'সিঙাড়া' অমৃতে গড়া, যেন ভারতে ছড়া!
যেন 'গীতগোবিন্দী' ফোয়ারা!

২

কহিতে না পারি লাজে, আনন্দে শরীর-মাঝে
কদম্বপুলক উপজয়!
কহিতে না পারি লাজে, আমার রসনা-মাঝে
অকস্মাৎ ফল্গু-নদী বয়!
লুব্ধ-মুগ্ধ হয়ে চাই!— চিত্তে তবু ক্ষোভ পাই;
চন্দ্রসম বিমল, উজ্জ্বল।
এ-হেন রতন-রাশি, কেমনে ফেলিব গ্রাসি'?
থাক জিহ্বা! হস্‌নে চঞ্চল!

৩

এমনি স্বভাব মোর! হের যদি চিত্তভোর,
তরুকোলে কমনীয় ফুল,
একদৃষ্টে, তার পানে, পিপাসিত দু নয়ানে,
চেয়ে থাকি, আনন্দ-আকুল!
কর মম নাহি সরে, কুসুমেরে সমাদরে,
তরুশাখা হইতে তুলিতে।
সৌন্দর্য্য-বিভোর হই, একদৃষ্টে চেয়ে রই!
এঁকে লই ভাবের তুলিতে।

৪

দুটি নেত্র করে মানা! কি চঞ্চল এ রসনা!
'খাও খাও,' বলে বার বার।
জ্বলিল জঠর-অগ্নি, কি আর বলিব ভগ্নি,
নয়ন মানিল শেষে হার!
বিশ্বজয়ী রসনার পরামর্শ চমৎকার,—
আঁখি দুটি চুপে বুজিলাম!
রাশি রাশি মিষ্টরাশি বদনে ফেলিনু গ্রাসি,—
আহা কি আনন্দ পাইলাম!

৫

তখন বুঝিনু সুখ! কি আনন্দ, কি কৌতুক
উপজিল, মুখে আর বুকে!
পিয়ে সেই মকরন্দ, নেত্র-রসনার দ্বন্দ্ব
একেবারে গেল বোন্ চুকে।
শীতকালে, নদীতীরে, দাঁড়াইয়া নদী-নীরে
নামিবারে, মন নাহি সরে!
শেষে কিন্তু ডুব দিয়া, তনু উঠে পুলকিয়া!
তেমনি আনন্দ এ অন্তরে।

৬

আদরের পেস্তা দিয়া, সোহাগ-বাদাম দিয়া
আর যতনের কিস্‌মিস্‌
যাদুকরী কুহকিনি, গুণময়ি হে ভগিনি,
গড়েছে এ সুন্দর জিনিষ!
বাসরে সুন্দরী-কুঞ্জে কবে কোন্ কালে ভুঞ্জে
ছিনু আমি, গীতি সুমধুর!—
সে সঙ্গীত পড়ে মনে, হাসি খেলে দু নয়নে,
আস্বাদি এ মিষ্ট মতিচুর!

৭

হে ভগিনী যাদুকরি, নূপুর-শিঞ্জিনী পরি,
শয্যা ছাড়ি, প্রাতে, অতি ভোরে,
ক্ষীর সাগরেতে গিয়া, আসিয়াছ ডুব দিয়া,
তুমি বুঝি স্বপনের ঘোরে?
নন্দন-কাননে গিয়া, কল্পশাখা দোলাইয়া,
তুমি বুঝি পেড়েছিলে ফুল?
তুলেছিলে পারিজাত? তাই এত মিঠে হাত,
কুসুম-সৌরভে সমাকুল!

কল্পনার প্রতি কবির উক্তি

১

বল, বল, দেবকন্যা, আমার উপরে
কেন এত দৌরাত্ম্য তোমার?
প্রসাদ দিবার এস দয়া করে,
তবে কেন মুখ ভার ভার?

অপরের চিত্তগৃহে মন্থর গমনে যাও,
মৃদুল কৌমুদী-রূপ ধরি!
ধরিয়া বিদ্যুৎরূপ, কেন এস মোর চিত্তে?
চমকি, প্রাণের রাজ্য কাঁপে থরথরি!

২

অপরের চিত্তবনে ধীরে ফোটে ফুল
ছিল যাহা পরাগের রেণু,
রবি-কর পিয়ে-পিয়ে, হয় সে মুকুল,
সুধীরে প্রকাশে ফুল-তনু।
হায় কিন্তু মোর চিত্তে, হিমাদ্রি-শিখরে যেন
অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার!
পল্লবে, মুকুলে, ফুলে, নুয়ে পড়ে তরুলতা!
মুহূর্ত্তে একি গো রঙ্গ! মর্ম্ম বোঝা ভার!

৩

অপরের পার্শ্বে যাও, যেন শিশু-মণি,
সাঁওতাল-প্রসূতির কোরে!
প্রসব-যন্ত্রণা-ব্যথা জানে না রমণী!
ভাগ্যবতী পুত্রমুখ হেরে!
এস কিন্তু মোর পাশে, কেন এ ভয়াল বেশে?
আত্মা মোর তোলপাড় করি!
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, ওম্ শব্দে নিঃসরিয়া,
উরিলা ব্রহ্মার কন্যা, দেবী বাগীশ্বরী!

৪

অপরের চিত্তে যাও, বিচিত্র উদ্যানে
যেন কোন সুন্দর ফোয়ারা!
রবির কোঁচড় হতে ছোট ছোট ইন্দ্রধনু
কাড়ি লয়, প্রতি জলধারা!

এস কিন্তু মোর চিত্তে নাএগ্রা প্রপাত মত ;
গঙ্গোত্রির গঙ্গার মতন !
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে, ভীষণ তরঙ্গরাশি !
টলমল্ টলমল্ হিমাদ্রি-ভুবন !

নিদাঘের ডালি

গুমট্

একখণ্ড মেঘ আসি, ছেয়েছে গগনে।
রৌদ্র নাই, তবু একি পরাণের জ্বালা !
আন্ চান্ করে প্রাণ !—এই মাছি গুলা,
ভন্ ভন্ করি উড়ে, বসিছে বদনে।
(মাতালের মুখে যেন !)—এত সন্তর্পণে,
তাল-বৃন্তে মুহুর্মুহু এত যে ব্যজন,
সকলি বৃথায় হায়! প্রাণের মরমে,
কে যেন করিয়া গেছে বৃশ্চিক-দংশন !
গামোছা ভিজায়ে আন ; দেখিছ না দেহে
বহিতেছে ঘর্ম্ম, যেন শ্রাবণের ধারা ?
ছেলেগুলো জ্বালালে যে ; হাত-তালি দিয়া,
বারেণ্ডায় করে গোল, উন্মাদের পারা !
গুমটে মরিয়া গেছে চড়াই-শাবক—
টানিছে চীৎকার-শব্দে তাহারি পালক।

প্রকৃতি

১

চিরদিন, চিরদিন, রূপের পূজারি আমি,
রূপের পূজারি !
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী !
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙ্গুর বাজে, আনন্দে ঝঙ্কারি,—
নগনা, দোলনা-কোলে, মগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উঘারি !—
আমি সে অমৃত-বিষ, পান করি অহর্নিশ,
সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী !
গীতের ঝঙ্কারে তোর, মাধুর্য্যের নাহি ওর ;
কি যাদু মাখান আছে, যাই বলিহারি,
(তোর) কঙ্কণ-তাড়না-মাঝে, অয়ি বর নারি !

২

অয়ি বর নারি,
চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পূজারি আমি,
তুহারি পূজারি !
ত্রিদিব-আনন্দময়ী, ষোড়শী রূপসী তুই,
তোরে হেরি দুঃস্বপন গিয়াছি বিসারি !
তুই ফণী পেয়ে কোড, হলাহল মোহ লোভ
ভুলিয়াছে ! মুক্তকর, ছিলাম প্রসারি,—
কি আশ্চর্য্য ! একি হেরি, নয়ন বিস্ফারি ?

জল্ জল্ দীপ্তি তার ! দু চক্ষু ঝলসি যায়,—
মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি !
আঁধার হইল দূর, বিশ্বে এল সুরপুর,
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ফুল্ল ফুলনারী,
যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি !

৩

সঙ্গ-লিপ্সা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া মোহ সব,—
তুমি মম ঐশ্বর্য্য-বিভব !
অকূলে পেয়েছি কূল, তুমি এবে অনুকূল,
জলধি-গর্জ্জন এবে হয়েছে নীরব !
প্রশান্ত এ বেলা মাঝে, তোমার সুমূর্ত্তি রাজে
পঙ্কজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী !
কর দেবী এ আশীষ,— মহানন্দে, অহর্নিশ,
হে কবি-চির-বাঞ্ছিত, তোমারি, তোমারি,
পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি !

রূপ-তৃষ্ণা

১

জীর্ণ বক্ষ, দীর্ণ প্রাণ, সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণায় হায়,
রূপ-পিপাসায় !
দরশে মিটাতে চাই, পরশে জুড়াতে যাই,
বৃথায় বৃথায় চেষ্টা, কণ্ঠতালু হায়
সে অন্বেষে, আরও গো শুকায় !
কুমুদ, কহ্লার ফোটে, ঊর্ম্মিমালা নেচে উঠে,
হায় তবু শূন্য কুম্ভ শূন্য থেকে যায় !
প্রাণ যায় মৃগ-তৃষ্ণিকায় !

২

অহো আমি মাতোয়ারা মোহ-মদিরায়
ইষ্ট দেবতায়,
পর্ব্বে পর্ব্বে পূজিয়াছি, পদতলে স'পিয়াছি,
রাশি রাশি অর্ঘ্য পুষ্প প্রভাতে, সন্ধ্যায়।
হেমকান্তি উষাকালে, সন্ধ্যার সোণালী জালে,
হইয়াছি হর্ষ-দীপ্ত সে মুখ প্রভায়।
করে তার কর ঢাকি, গণ্ডে তার গণ্ড ঢাকি,
দেখিয়াছি! রূপ-তৃষ্ণা মিটান কি যায়?
বিফল, বিফল সব, চাতক হয় নীরব;
সিন্দুরিয়া জলধর আকাশে মিলায়,—
(মোর) ছাতি ফাটে রূপের তৃষ্ণায়!

৩

ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! নিশি জাগি, সে যবে ঘুমায়,
ছাদে পড়ি, ফুল্ল জ্যোৎস্নায়,
তাহার মুখ-মণ্ডলে, এক দৃষ্টে কুতুহলে,
হেরিয়াছি নিশিপদ্ম কিবা শোভা পায়!
আরও যেন জ্যোৎস্নাভায়, চকোরেরা আরও ধায়,—
মঙ্গল-মহিমা গান জ্যোৎস্নাপুরে ধরে!
কৌতূহলে লট্‌পট্‌, পক্ষ দুটি ঝট্‌পট্‌,
রাশি, রাশি, দৃষ্টি-অলি মুখে আসি পড়ে!
চকোর পলায়ে যায়, ক্ষুব্ধ ভৃঙ্গ শুধু পায়
হলাহল! ভাগ্যে তার একি হায় দায়,
প্রাণ যায় মধুর তৃষ্ণায়!

৪

সর্ব্বনাশা ; ভালবাসা ; দারুণ পিপাসা

ঘুচিল না হায় !

এই পিপাসার লাগি, নিশি কত জাগি,

সে যবে ঘুমায়,

দীপ জ্বালি, লয়ে বাতি, হেরি, করি আতিপাতি,

কি হীরা, কি কোহিনুর, সে আননে ভায় !

সে কেশ-জলদে কোন্ বিদ্যুৎ খেলায় !

মোহকর, মনোহর, হেরিয়ে ফুল্ল অধর,

বুঝিবারে কি সৌরভ মাখা আছে তায়,

চুম্বিয়াছি আবেষ্টিয়া পাগলের প্রায় !

এ কি এ মোহের নেশা ! একি এ রূপের তৃষা !

প্রথম বরিষা-সিক্ত ধরণীর প্রায়,

ছাতি ফাটে দারুণ তৃষ্ণায় !

৫

সর্ব্বনাশা ভালবাসা, দারুণ পিপাসা,

ঘুচিল না হায় !

তুলে তারে, লয়ে ঘাটে, শ্মশানে, জাহ্নবী-ঘাটে,

জ্বালিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি, চাহিলাম হায়,

জানিতে সে রূপকান্তি কেমন দেখায় !

সে বর বপুর মাঝে, কি দ্রব্য লুকান আছে,

যাহে তনু উদ্ভাসিত লাবণ্য-ছটায় !

লক্ লক্ জিহ্বা দিয়া, তনু তার পোড়াইয়া,

রাক্ষসী প্রকৃতি হাসি, কহিল আমায় ।—

'বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

বুঝিয়াছ হে উন্মত্ত !

ঘরে যাও ! আর কেন মর পিপাসায়,

অগ্নিক্ষেত্রে, মৃগ-তৃষ্ণিকায় ?'

শেষ চুম্বন

১

দাও দাও, বিদায়-চুম্বন !
জীবনের রত্নাগার একেবারে করি খালি,
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে, মরণে দিতেছ ডালি !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
লয়ে ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি,
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

২

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
এ হেমন্তে দাও সখি, ফুল্ল মালতীর মালা ;
পৌষের দুরন্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বালা !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
সবাই কাঁদিছে ভাই, তব মুখ পানে চাই,—
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

৩

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
ঘন-ঘোর বর্ষা রাতে, কোথা পাব জ্যোৎস্নারাশি ?
এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিদ্যুৎ-হাসি !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
পুলিনে দাঁড়ায়ে হায়, শীতে থর থর কায়,
সলিলে নামিব, সখি, মুদিয়া নয়ন !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

৪

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
কে বলিল, গোধূলিতে, রবি গেলে, অস্তাচলে,
প্রভাতে ভাস্কর হয় অরুণ-উদয়াচলে?
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
সূর্য্যকান্ত-মণি সম অধর-প্রবালে মম,
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ!
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
দাও চিত্ত-মণিবন্ধে রাখির বন্ধন বাঁধি!
চির বিরহের দিনে, বিরহের চির-সাথী,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!

৫

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
একি! একি! একি গোল! একি রোদনের রোল;—
সব শেষ; তারি সমাচার?—
দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার,
সুধা হলাহল ওই চুম্বন তোমার!

চির-যৌবনা

আমার প্রতিভা আজি কাঙালিনী, হে শ্যাম সুন্দর!
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর; মাধবী-মণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত! শুষ্ক সরোবর;
ফোটে না, ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর
উপমার! ঝরি গেছে লতা-পাতা; ওই দীন স্তূপে

ক্রোটনের পাতা কাঁপে ও (হায় তাকে কে করে আদর ?)
কম্বল-সম্বল-হারা নরবেশ কাঁপে যথা চুপে !
হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ !
তুমি যবে আসিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপী ভূষণে ?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী, ভুলি তুচ্ছ সাজ,
আলু-থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে ?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা,—
পতি-চক্ষে, প্রাণনাথ, প্রবীণা যে সুচির-নবীনা !

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা

বসন্তে

১

অশোকে চম্পকে আর কাঞ্চনে ও কুরুবকে
এ কি লো বাহার !
আইলা কি বৃন্দাবনে, বন্ধু মদনের সনে,
বসন্ত আবার ?
মাখি কুবলয়-গন্ধ, বহে বায়ু মন্দ মন্দ !
কি আনন্দ ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,
হেরিব গোবিন্দে আজি, দু নয়ন ভরি !

২

বসাইল অলিকুলে মোহন পারুলে সই
কে লো থরে থরে ?
বসাইল পিককুলে, নাচাইল বুলবুলে,
কোন্ যাদুকরে ?
শ্যামার মধুর তান কাড়িয়া লইছে প্রাণ !
কি আনন্দ ! কুঞ্জবনে, চল্ সহচরি,
আনি চল্ রূপ-জল, ভরিয়া গাগরি !

৩

কি মধু মাখানো আছে, কি সুধা লুকানো ওই
কোকিলা-ঝঙ্কারে ?
নিশিগন্ধা নিশ্বাসিল, কে যেন গো আশ্বাসিল
দুঃখিনী রাধারে !
বনতুলসীর গন্ধ, ঘুচাইয়া দিল ধন্দ !
কি আনন্দ ! কুঞ্জবনে চল সহচরি,
প্রেম-যমুনার জলে ভাসাইব তরী !

৪

আম্রমুকুলের গন্ধে আনন্দে নয়ন ঝরে !
এ কি রসাস্বাদ !
হাসি আসে এ অধরে, কত কথা মনে পড়ে,
কত জাগে সাধ !
তমালে কপোত-বধূ পিয়াইছে মুখ-মধু
কপোতেরে !—কি আনন্দ ! চল সহচরি,
হেরিব সে মুখ-চন্দ্র, জাগি বিভাবরী !

৫

হের আজি, বনস্থলী. নব তপস্বিনী-বেশা,
মোহিনী রঙ্গিণী !
চিকণ বাকল দিয়া, তনুখানি আবরিয়া,
পরিয়াছে ফুল-সজ্জা কানন-নন্দিনী !
খোঁপায় চাঁপার ফুল, কাণে কদম্বের দুল,
ফুল-সিঁথি, ফুলের মেখলা ! পুষ্প-ডালা
করে শোভে !—ফুলহাসি হাসে বন-বালা !

৬

এইবেলা চল কুঞ্জে ! গাঁথিয়াছ ফুলমালা ?
দিব তার গলে !
চিরবন্দী করি তারে, হৃদি-পুষ্প-কারাগারে
রাখিব সে চিত্তচোরে, বাঁধিব লো ছলে !
চিরতরে একেবারে বাঁধিয়া রাখিব তারে
রাধার এ বাহুযুগ-প্রেমের নিগড়ে !
হইবে উচিত শাস্তি, চল লো সত্বরে !

৭

ওই শোন !—'আয় রাধে, সোনার সোহাগহারে
বাঁধিব তুহারে !'
কে যেন বলিছে মোরে, 'আয় রাধা ! বাঁধি
তোরে
পীরিতির ঝল্‌মল্ গজমতি-হারে !'
আহা কি মধুর স্বর ! জুড়াইল এ অন্তর !
চল্ ধনি, শ্যাম-মণি ডাকিছে আমারে ;—
বুঝিব স্বজনি আজি কে বাঁধে কাহারে !

৮

অশোকে চম্পাকে আর কাঞ্চনে ও কঙ্কবকে
এ কি লো বাহার !
আসিয়াছে বৃন্দাবনে বন্ধু মদনের সনে
বসন্ত আবার !
কুহরিছে শত পিক, শিহরিছে দশ দিক !
চমকি উঠিছে প্রাণ ;—চল লো আনন্দে,
এ বসন্তে কুঞ্জবনে পাইব গোবিন্দে !

বাঁশরী

১

থাক্ লাজ, থাক্ সাজ, থাক্ গৃহ কাজ লো,
চলিনু সুন্দরি !—
হ্যালা তুই হলি কালা ? ওই শোন্ ব্রজবালা,
বাজিছে বাঁশরী !

শ্যাম-মূর্ত্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভাল না লাগে !—
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি !
যাই শ্যাম, যাই, যাই !—হে শ্যাম কিছু না চাই,
ও পদ-কমল চায় এ রাধা-ভ্রমরী !

২

হীরা, মতি, পান্না, চুণি, মুকুতা প্রবালে লো,
ওলো সহচরি,
সাজাবি রাধার অঙ্গ ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ !
লাজে যাই মরি !
হব তায় মন চোরা ?—ভুলিলি স্বজনি তোরা,
তারা-রত্নে অমানিশা আঁধাদিগম্বরী !
হেরি সুধাংশুর হাস, পরে সে কৌমুদী-বাস—
শ্যাম মম পূর্ণচন্দ্র, এ রাধা শর্ব্বরী !

৩

কেন লো আনিলি ধাই, এ মধুমালতী লো,
প্রভাত-নলিনী ?
সাজাবি রাধার অঙ্গ ? হাসি পায় হেরি রঙ্গ,
লো ব্রজ-গোপিনি !
হব তায় মনচোরা ? ভুলিলি স্বজনি তোরা,
হেমন্তে কুসুমরত্নে মলিনা অবনী !
পাইয়া গো ঋতুরাজে সাজে সে বাসন্তী সাজে—
শ্যাম মম ঋতুনাথ, এ রাধা-ধরণী !

৪

শ্যামের বিরহ-যাগে রূপের আহুতি লো
দিয়াছি অনলে !
পুড়িয়া হয়েছে খাক্ ! সাজসজ্জা তবে থাক্—
কাজ কি এ ছলে ?

নিকুঞ্জে বাজিছে বাঁশী, আবার সে দেব-হাসি
হেরিয়া, রূপসী হব, চললো সরলে !
তখন গাঁথিয়ে মালা, গলে দিস্ ব্রজ-বালা—
দিস ভরি রাধা-অঙ্গ মঙ্গলে মঙ্গলে।

৫

বাজিছে শ্যামের বাঁশী, আবার আবার লো !
চল লো রূপসি !
তুলে রাখ্ ব্রজবালা, তোর এ ফুলের ডালা,
রতন-আরসী !
বাঁশী কি বাজিছে হায় ? বহিছে মলয়া বায়,
হিল্লোলিয়া কেঁপে উঠে এ হিয়া-সরসী।
রাধিকার চিত্ত-সরে, কেঁপে উঠে থরে থরে,
শত পদ্ম, জলে দোলে শত পূর্ণ শশী !

৬

থাক্ লাজ, থাক্ সাজ, থাক্ গৃহ কাজ লো—
চলিনু সুন্দরি !
হ্যালা তুই হলি কালা ? ওই ! শোন্ ব্রজবালা,
বাজিছে বাঁশরী।
শ্যাম-মূর্ত্তি হৃদে জাগে, কিছুই ভাল না লাগে !
মুক্তকেশে, রুক্ষবেশে, হেরিব শ্রীহরি !
যাই শ্যাম, যাই, যাই ! হে শ্যাম, কিছু না চাই !
ও পদ-কমল চায়, এ রাধা-ভ্রমরী।

সখী

১

কি বলিলি চন্দ্রাবলি! বল্ লো আবার
মধুর বচন—
'শ্যাম সম গুণনিধি গড়ে নি চতুর বিধি
অতুল সে বনফুল, অপূর্ব্ব রতন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ;
আহা ও বচন নয়, সুধা-বরিষণ!

২

কোন্ কোকিলার কুঞ্জে শিখিলি স্বজনি
এ মধু বচন?
'শ্যামের মধুর প্রেম রতনে জড়িত হেম
অনিলে সলিলে শশি-কিরণে মিলন!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ;
আহা ও বচন নয়, কোকিল-কূজন!

৩

কোন্ দোলপূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
মধুর বচন
শিখিলি লো চন্দ্রাবলী? 'তথা গুঞ্জরয়ে অলি,
পুষ্প হাসে, পড়ে যথা হরির চরণ!'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ;
আহা ও বচন নয়, নূপুর-শিঞ্জন!

৪

কোন্ চিরবসন্তের চির ঊষাধামে
শিখিলি বচন?
'যে দেশে নাহিক হরি তথা ঘোর বিভাবরী!

ঊষা হাসে, রাজে যথা হরির বদন !'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, বীণার বাদন !

৫

কোন্ পিক-কলকলে জলের উছলে,
শিখিলি বচন !
'তথা সুধু অশ্রুবারি, যথা নাই বংশীধারী !
চির হাসি, হাসে যথা হরির লোচন !'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ফুলের ভূষণ !

৬

কোন্ ঝরণার কাছে শিখিলি স্বজলি
এ মধু বচন ?
'হয় যথা হরিনাম, তথা চিরলক্ষ্মীধাম —
কিসের বিষাদ তথা, কিসের রোদন ?'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, শিশির-পতন !

৭

কোন্ অনঙ্গের বধূ মন্ত্র দিল কাণে
মধুর বচন ?
'ভাসায়ে যৌবন-তরী, বল্ বল্ হরি হরি
অকূলে কাণ্ডারী হরি, বিপদভঞ্জন !'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, চন্দন-লেপন !

৮

হরিদ্বারে, কনখলে, কোন্ হৃষীকেশে,
শিখিলি বচন ?
'হরি-নাম-গঙ্গাজলে, ডুব দাও কুতূহলে,
কষিত কাঞ্চন আভা ধরিবে বরণ !'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ভ্রমর-গুঞ্জন !

৯

কোন্ অলকার শৈলে শিখিলি সুভাষি
মলয় স্বনন ?
'হরি ছাড়া মান মিছে, হরি ছাড়া দান মিছে,
হরি ছাড়া গান সে তো কেবলি ক্রন্দন !'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া গেল কাণ ;
আহা ও বচন নয়, বঁধুর চুম্বন !

১০

কি বলিলি চন্দ্রাবলি ? বল্‌লো আবার
মধুর বচন !
'হরি ছাড়া ধ্যান মিছে, হরি ছাড়া জ্ঞান মিছে,
হরি ছাড়া প্রাণ সে যে জীবনে মরণ !'
করিলি লো প্রাণদান, জুড়াইয়া দিলি কাণ ;
আহা ও বচন নয়, ফুল-বরিষণ !

পরিশিষ্ট

['অশোক-গুচ্ছ' হইতে আরও কয়েকটি কবিতা]

অশোক ফুল

কোথায় সিন্দুর-গাঢ়—সধবার ধন ?
আবীর, কুঙ্কুম কোথা, গোপিনী-বাঞ্ছিত ?
কোথায় নুরীর কণ্ঠ আরক্ত বরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ, লোহিতে রঞ্জিত ?
কোথায় বা জাগে রাঙা রুদ্রের লোচন ?
কোথা গিরিরাজ-পদ অলক্ত-মণ্ডিত ?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ্ ?
ব্রীড়ার বিক্ষেপে মরি সতত লোহিত ?
সকলেরি কিছু কিছু চারুতা আহরি,
ধরি রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুবরে করিয়ে উজ্জ্বল,
রাজিছে অশোক ফুল, মরি কি মাধুরি।
চৈত্র আর বৈশাখের অনিন্দ্য গরিমা,
হে অশোক ও রূপের আছে কি রে সীমা ?

দীপ-হস্তে যুবতী

'ছাড়, ছাড়, হাত ছাড়—' ছাড়িলাম হাত !
হে সুন্দরি, রোষ কেন ? তুমি যে আমার
পরিচিত ; মনে নাই সে নিশি আঁধার ?
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ !
তরুটি ভরিয়ে গেছে অশোকে অশোকে :
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে :
কবি-চিত্ত গেল ভরি মাধুরী-আলোকে :
তুমি সখি তরু হতে নেমে এলে ভূমে !
কি অশোক-বার্ত্তা আনি, মরমে মরমে,
ঢালি দিলে কবি-কর্ণে, অশোক সুন্দরি !
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ, সরমে,
হেরি ও সাঁজের দীপ, গিয়াছি বিস্মরি !
হাসিয়া, ছাড়ায়ে হাত, গেল বধূ ছুটি !—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি !

প্রিয়ার দেহ*

['রাক্ষসী' কবিতার প্রথমাংশ]

বসন্তের উষা আসি, রঙ্গি দিল যুগল কপোলে
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার !
নিদাঘের রৌদ্র আসি, ঝিলমিল ললাট-নিচোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার !
ঘন-ঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে ;
তাই গো প্রিয়ার পীঠে কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার !
নাচিল শরৎ-শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !

আগে*

['পাগ্‌লী-বিধবার গানে' কবিতার কয়েক পংক্তি]

আগে একটি চুম্বন পেলে,
শিথিল হইত তনু—
খোঁপাটি খসিত, চাঁপাটি ঝরিত
কটীর কিঙ্কিনী বাজিয়া উঠিত,
মরমে ভরমে, নূপুর কাঁদিত,
পদতলে রুণু-ঝুণু !

প্রেম*

['কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী' কবিতার কয়েক পংক্তি]

বুঝিলাম এই প্রেম ! এরি নাম প্রেম !
মৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্র এরি নাম প্রেম !
এই প্রেম প্রাণময় উষার তুষার !
এই প্রেম প্রদোষের প্রাণের উচ্ছ্বাস,
আলম্বিত ধীর-মন্দ সমীর-হিল্লোলে !
এই প্রেম বসন্তের কুসুম-সম্ভার !
এই প্রেম দীপ্ত-বহ্নি নিদারুণ শীতে !
এই প্রেম শরতের দিগন্ত-ব্যাপিনী
বসুধার মর্ম্মস্পর্শী আকুল চন্দ্রিকা !

* মাস-কয়েক আবাসের।